NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ দোল পূর্ণিমা ও শ্রীমন মহাপ্রভু ভাবনা

'বর্ণপরিচয়ে'র বন্যায় বানভাসি 'শিশুশিক্ষা ৮

কলকাতা ১৬ মার্চ ২০২৫ ২ চৈত্র ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৭৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.3.2025, Vol.18, Issue No. 273 8 Pages, Price 3.00

ভোটার তালিকায় সব অনিয়ম দূর করতে বদ্ধপরিকর দল: অভিষেক

৫ দিনের মধ্যে জেলাভিত্তিক কোর কমিটি গঠন

তোলাবাজি রুখতে হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজের দপ্তর বা পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের নাম করে কেউ 'তোলাবাজি' করলে বরদাস্ত করবেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তৃণমূলের প্রায় ৪,৫০০ নেতাকে নিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত ভার্চুয়াল সভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সেখানেই ভোটার তালিকা সংশোধন তথা ভুয়ো ভোটারমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি দলীয় নেতাদের শৃঙ্খলার পাঠ পড়িয়েছেন তিনি।সারা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে শাসকদলের বিভিন্ন ছোট-বড়-মাঝারি নেতার নামে মাঝেমধ্যেই তোলাবাজির অভিযোগ ওঠে। এই তোলাবাজি 'ব্যাধি' কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত সর্বত্রই ছড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এলাকার 'মাতব্বর' নেতারা ওই দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকেন। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন থেকে এই তোলাবাজি নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। শনিবার সেই একই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেকও।এক ধাপ অভিষেক ওই সভায় একটি হোয়াট্‌সঅ্যাপ নম্বর ঘোষণা করেন। ওই নম্বরটি জানিয়ে তিনি বলেন, কারও বিরুদ্ধে তোলাবাজি সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে যেন ওই নম্বরে সরাসরি হোয়াট্‌সঅ্যাপ করে জানানো হয়। অভিযোগ জমা পড়লে প্রথমে তা খতিয়ে দেখা হবে দলের তরফে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট নেতার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবেন তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্ব।

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেস ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার খোঁজার কাজে আরও গতি আনবে। তালিকা খতিয়ে দেখার জন্য জেলা থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত কোর কমিটি গঠন করা হবে। ভোটার তালিকা ইস্যুতে শনিবার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর উপস্থিতিতে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৈঠক প্রসঙ্গে দলের এক্স হ্যান্ডলে এক বার্তায় জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে সবরকম অনিয়ম দূর করতে তৃণমূল কংগ্রেস বদ্ধ পরিকর। গণতন্ত্রের সঙ্গে কোনওরকম আপোস করা হবে না।

তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটার তালিকায় একটি ভূতুড়ে নামও যাতে না থেকে যায়, বৈঠকে তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাময়িক সক্রিয়তার বদলে নিয়মিত ভোটার তালিকা নিয়ে তৃণমূল স্তরের নেতাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বৈঠকে স্থির হয়েছে, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজের জন্য আগামী ৫ দিনের মধ্যে জেলা ভিত্তিক কোর কমিটি গঠন করা হবে। একইভাবে ২১ থেকে ২৭ মার্চের মধ্যে ব্লকে ব্লকে কোর কমিটি গঠন করা হবে। ২৮ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের মধ্যে অঞ্চল ও ওয়ার্ডে কোর কমিটি তৈরি করে দেওয়া হবে। ১৬ এপ্রিল থেকে ফের বুথে বুথে গিয়ে ভোটার তালিকা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হবে। এই কাজ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন অবধি চলবে। ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে তৃণমূল কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে তা বোঝাতে এদিনের বৈঠক থেকে অভিষেক জানিয়ে দেন, এই কাজে ব্লক ইলেকটোরাল রোল সুপারভাইজার নিয়োগ করবে তৃণমূল। যারা সারাবছর ইলেকটোরালের কাজ করবে। ব্লক, অঞ্চল, ওয়ার্ডেও এই কাজ করা হবে।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইনডোরে তৃণমূলের বর্ধিত কর্মিসভার বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোটার লিস্টে ভূতুড়ে ভোটার ঢুকিয়ে দিচ্ছে পদ্ম শিবির। এভাবেই দিল্লি, মহারাষ্ট্রের ক্ষমতা বিজেপি দখল করেছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন নেত্রী। সেই সব ভূত ঝাড়াই বাছাইয়ের জন্য রাজ্যস্তরে একটি স্ক্রুটিনি কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কমিটিতে ছিলেন সুব্রত বক্সী, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম প্রমুখ। কমিটিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও রাখা হয়েছিল।

কিন্তু তৃণমূল ভবনে কমিটির প্রথম বৈঠকেই অভিষেক যাননি। ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে স্ক্রুটিনি কমিটির ওই বৈঠকে জেলাওয়াড়ি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায়, সেই জেলাওয়াড়ি কমিটি গঠনও স্থগিত রাখার নির্দেশ আসে কালীঘাট থেকে। এর পরই অভিষেকের ডাকা বৈঠকের চেহারা আড়ে-বহরে বাড়তে শুরু করে। তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ভোটার তালিকার স্কুটিনির জন্য নতুন করে কমিটি গঠন করা হবে। কীভাবে সেই প্রক্রিয়া হবে, বৈঠকে এদিন তা স্পষ্ট করে দেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

ফের কুপিয়ে খুন মালদহে

জমি বিবাদের জেরে পঞ্চায়েত সচিবকে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জমি বিবাদের জেরে জেলায় ফের জোড়া খুন। মালদহের ভূতনিতে খুন পঞ্চায়েত সচিব। অন্যদিকে , আরেকটি খুনের ঘটনা ঘটেছে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। ঘটনার সূত্রপাত জমি বিবাদ। আর তাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ। ঘটনায় ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হয়েছে পঞ্চায়েত সেক্রেটারির এবং আহত দুই পক্ষের প্রায় ছয় জন।

জানা গিয়েছে, মালদহের ভূতনি থানার অন্তর্গত হিরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্ধন টোলায় এলাকায় শনিবার বিকেলে দুই পরিবারের মধ্যে পুরাতন জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে হোলির উৎসবে গন্ডগোল বাঁধে। দুই পক্ষের মধ্যে চলে ব্যাপক সংঘর্ষ। ঘটনায় ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হয় কমল মণ্ডল নামের এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তি ভূতনি থানার দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি ইনচার্জ পদে নিযুক্ত ছিলেন।

এছাড়াও দুই পক্ষের প্রায় ছয় জন আহত রয়েছে যার মধ্যে তিনজন আশঙ্কাজনককে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি আহতরা ভর্তি ভূতনি দিয়ারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

আরও জানা গিয়েছে, মৃত কমল মণ্ডলের পরিবারের সাথে ফেকন মণ্ডলের পরিবারের দীর্ঘ দিনের জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। পাশাপাশি থানায় একাধিক মামলাও চলছিল। আর তারই জেরে শনিবার হঠাৎ দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ভূতনি থানার পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ও ভূতনি দিয়ারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। কমল মণ্ডলের মৃতদেহ নিজেদের হেপাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ভূতনি থানায় পুলিশ। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠিয়ে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন।

অন্যদিকে, মালদহের কালিয়াচক থানার চরি অনন্তপুর অঞ্চলের গোয়ালপারা হাটখোলায় মারামারি হয়। আর তারই জেরে খুন হয় বিকাশ ঘোষ নামে এক ব্যাক্তি। জানা যায়, পুরনো জমি বিবাদের জেরে মদ্যপ অবস্থায় সাড়ে চারটের নাগাদ মারামারি করে। এই ঝামেলায় প্রথমে মনোজ ঘোষ (২৮), ছোটন ঘোষ হামলা চালায় বিকাশ ঘোষ-সহ বেশ কয়েকজনকে।

আহতরা গোলাপগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় বিকাশ ঘোষের মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে কালিয়াচক থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। দুটি ঘটনায় মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘোষণা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোমবার ফুরফুরা শরিফে যাচ্ছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইফতারের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী সোমবার ফুরফুরা শরিফে যাচ্ছেন। উন্নয়ন প্রসঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক তথা ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বৈঠকের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, রমজান মাস উপলক্ষে ফুরফুরা শরিফে সরকারি উদ্যোগে ইফতার সমাবেশের আয়োজন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে যোগ দেওয়ার কথা। পাশাপাশি এই সফরে পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকির সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এ দিকে, মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই ফুরফুরা শরিফকে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে জেলা পুলিশের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তারাও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর এই নিয়ে তিনবার ফুরফুরায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। এলাকার কাজ নিয়ে সমস্যার কথা জানিয়ে গত সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন আইএসএফের একমাত্র বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তার এক সপ্তাহ পরই ফুরফুরা শরিফ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত সোমবার বিকেলে আচমকাই নবান্নে উপস্থিত হতে দেখা গিয়েছিল ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে। প্রায় ২০ মিনিট ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। শোনা গিয়েছে, বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীনই তহবিল সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনিক জটিলতার কারণে আড়াই বছর ধরে বিধায়ক তহবিলের টাকা ঠিকমতো খরচ করতে পারছেন না তিনি। একাধিকবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও নাকি কাজ হয়নি। তারপরই মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বিধায়ক। বৈঠকের পর নওশাদ জানান, তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সতর্কতার পর স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর আবহাওয়া অফিস আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিল, শনিবার থেকে তাপপ্রবাহের সতর্কতা ছিল। সেই মতো এদিন সকাল থেকেই ছিল মেঘলা আকাশ। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছিল বৃষ্টি হবে। কিন্তু তা হয়নি। উল্টে সকাল থেকেই গুমোট গরম ছিল। তবে এর মধ্যেই সুখবর দিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আগামী ২০ ও ২১ মার্চ দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার আগে সোমবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সতর্কতা পশ্চিমাঞ্চলে। তবে কলকাতায় এদিন ছিল উষ্ণ দিন, উপকূলে থাকবে ভ্যাপসা গরম। মঙ্গলবার থেকে ধীরে ধীরে কমবে গরম। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবারের পর থেকে সোমবার পর্যন্ত টানা তাপপ্রবাহ চলতে পারে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে। এ ছাড়া, রবিবার তাপপ্রবাহ হতে পারে পুরুলিয়াতেও। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও তাপমাত্রা বাড়বে। তাপপ্রবাহ না-হলেও সোমবার পর্যন্ত উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া থাকবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

'ঠুমকা লাগাও'

পাটনা, ১৫ মার্চ: ফের বিতর্কে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের বড় ছেলে তেজপ্রতাপ যাদব। এবার হোলির অনুষ্ঠানে পুলিশকর্মীকে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। দলীয় দপ্তরে আয়োজিত হোলিতে নাচার জন্য পুলিশকর্মীকে চাপ দেন। নাচতে না চাইলে সাসপেন্ড করে দেওয়ার হুমকিও দিলেন তেজপ্রতাপ। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল এক ভিডিও-তে দেখা যাচ্ছে, মঞ্চে বসে তেজপ্রতাপ এক পুলিশকর্মীকে বলছেন, 'আমি এবার একটা গান বাজাব। তুমি ঠুমকা লাগাও।'

সুনীতাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে উড়ে গেল ফ্যালকন-৯

ওয়াশিংটন, ১৫ মার্চ: দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে পৃথিবীতে ফিরবেন সুনীতারা! দুই মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস ও বাচ উইলমোর গত জুন মাস থেকে আটকে আছেন মহাকাশে। তাঁদের ফেরাতে নয়া অভিযান নাসা ও স্পেস এক্স-এর। শনিবারই স্পেসক্রা-সহ ফ্যালকন-৯ রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। গত বুধবার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অভিযান পিছিয়ে গিয়েছিল।

আসলে যে বোয়িং স্টারলাইনার স্পেসক্রাফটের পরীক্ষা করা হচ্ছিল, সেটিতে ত্রুটি ধরা পড়ায় বিজ্ঞানীরা জানান, ওই মহাকাশযান মহাকাশচারীদের ফিরিয়ে আনার জন্য ঠিক নয়। ফলে সেই মহাকাশযান খালি অবস্থায় ফিরে আসে। ফলে সুনীতাদের যেখানে কয়েকদিন থাকার কথা ছিল, সেটা ৯ মাস পেরিয়ে গিয়েছে।

এদিকে সুনীতাদের এই মহাকাশযান-বিভ্রাট নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও স্পেস এক্স কর্তা ইলন মাস্ক দাবি করেছেন, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইচ্ছাকৃত সুনীতাদের ফেরাতে দেরি করেছেন। সব ঠিক থাকলে আগামী ১৯ মার্চ সুনীতাদের ফেরার কথা। কিছু মাস আগেই শারীরিক অবনতি ঘটেছিল সুনীতা। মহাকাশচারির প্রাণ নিয়েও সংশয়ে পড়ে গিয়েছিল নাসা। অবশেষে মহাকাশচারীকে ফেরানো সম্ভব হবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

শুক্রবার ক্রু-১০-এর উৎক্ষেপণের কথা থাকলেও আবহাওয়া খারাপ থাকায় শেষ মুহূর্তে অভিযান ভেস্তে যায়। শনিবার ভোরে সফল ভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বলে খবর। নাসা-র তরফে ইতিমধ্যে অভিযানের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে।

রাম নবমীতে ১ কোটি হিন্দুকে রাস্তায় নামানোর হুঙ্কার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশে বিধানসভা, পঁচিশ থেকেই তাতছে বঙ্গ। ভোটের সলতে পাকানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে প্রায় সব রাজনৈতিক দলই। চলছে ঘুঁটি সাজানোর কাজ। রামনবমীকে পাখির চোখ করে ঝাঁপাতে চলেছে পদ্ম ব্রিগেডে। দোলেই বড় হুঙ্কার দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাফ বলেন, রাম নবমীতে ২০০০ মিছিল হবে। ১ কোটি হিন্দু রাস্তায় থাকবেন। কোনও অনুমতি নেবেন না।

এদিন কার্যত হুঙ্কারের সুরেই শুভেন্দু বলেন, 'ভাল করে রাম নবমী করবেন। আমিও থাকব মাঠে। গতবার ৫০ লক্ষ হিন্দু নেমেছিল, একহাজার মিছিল হয়েছিল। এবার ২ হাজার মিছিল হবে, ১ কোটি হিন্দু রাস্তায় থাকবে। কোনও অনুমতি নেবেন না। কোনও অনুমতির প্রয়োজন নেই।' তাঁর এ মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোরও শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলছেন, 'এখানে রাম নবমী পালন হয় না এমনটা নয়। ওদের কী ইচ্ছা আমি জানি না। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা রমজান মাসে দোল-হোলি হবে, ঈশ্বরের ইচ্ছা গুড ফ্রাইডের উদযাপনও শুরু হবে।' এখানেই না থেমে তিনি আরও বলেন, 'উনি কাদের নামতে বলছেন? যাঁরা নামার তাঁরা তো নামবে, পুজো করবে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা মায়া ব্যানার্জ্জী, ২)শ্রী দিলীপ ব্যানার্জ্জী, ৩)শ্রী শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১নং এর স্বামী, ২ ও ৩নং এর পিতা ৺সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জ্জী, **৪)শ্রীমত্যা দিপালী চক্রবর্ত্তী** স্বামী সন্দীপ চক্রবর্ত্তী, **৫)মিনতী ব্যানার্জ্জী** পিতা ৺সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জ্জী, **৬)শ্রীমতী সোমা গোস্বামী(চ্যাটার্জ্জী)** স্বামী শ্রী অভিদেব চ্যাটার্জ্জী, ১,২,৩ ও ৫,৬ নং এর সাকিম উত্তর সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ ও ৪ নং এর সাকিম ৩৫ নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লেন, বৈদ্যবাটী, চাতরা, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০৪ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং 07/06/2018 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-288/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী স্বপন মন্ডল** পিতা শ্রী মনোরঞ্জন মন্ডল সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 22/02/2019 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ক)**শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা শীল** স্বামী শ্রী সুশান্ত প্রামানিক পিতা দেবাশীষ শীল সাকিম খিদিরপুর, দৌলতনগর, হরিশচন্দ্রপুর, মালদা-৭৩২১২৫ মহাশয়াকে I-695/2019 নং কোবালা দলিল বলে ০২ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি এবং খ)**শ্রী সুশান্ত প্রামানিক** পিতা সদানন্দ প্রামানিক সাকিম খিদিরপুর, দৌলতনগর, হরিশচন্দ্রপুর, মালদা-৭৩২১২৫ মহাশয়কে I-696/2019 নং দলিল বলে ০২ কাঠা বা ৩.৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, জে.এল. নং 16, সাবেক 240 তথা হাল এল. আর ১০৭৭ নং খতিয়ানে, সাবেক 25 তথা হাল এল.আর. 10 নং দাগে কলাবাগান ষোল আনায় 0.65 একর বা 65 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা শীল** স্বামী শ্রী সুশান্ত প্রামানিক পিতা দেবাশীষ শীল ও **২)শ্রী সুশান্ত প্রামানিক** পিতা সদানন্দ প্রামানিক মহাশয়/মহাশয়াগণ তাহাদের উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবেদন দোল পূর্ণিমা ও হোলির দিনে, ১৪ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের মুখ্য সচিব একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সেই আদেশে বলা হয়, 'বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া থানার অধীনে অন্তত পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ইন্টারনেট ও ভয়েস-ওভার-ইন্টারনেট টেলিফোনি পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে, গুজব ও বেআইনি কার্যকলাপ রোধের উদ্দেশ্যে।' এই নিষেধাজ্ঞা ১৭ মার্চ সকাল ৮টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

এই সিদ্ধান্তকে আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রতিফলন এবং প্রশাসনের অক্ষমতার স্বীকারোক্তি বলে উল্লেখ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর মতে, শুধু বীরভূম নয়, পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক, নন্দকুমারসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনাগুলি গোপন করার চেষ্টা করছে, যাতে প্রশাসনের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে অনুরোধ করেছেন, যাতে তাঁরা মুখ্য সচিবের কাছ থেকে রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে একটি বিশদ প্রতিবেদন চান। তাঁর মতে, মুখ্য সচিবের উচিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও রাজ্যপালকে নিরপেক্ষ ও বাস্তবসম্মত তথ্য প্রদান করা, যাতে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হয়। শুভেন্দু অধিকারীর এই প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ও অভিযোগ কতটা সত্য, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তবে সাম্প্রতিক ঘটনার নিরিখে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন যে উঠছে, তা অনস্বীকার্য।

Government of West Bengal
Home & Hill Affairs Department
Internal Security Branch, Secret Section
325, Sarat Chatterjee Street, Shibpur, Howrah

ORDER

Memo No 304–I.S.S/ 2M-15/19(Pt.1) Dated, Howrah, 14th March, 2025

Whereas reports and request has been received from the Addl. Director General & Inspector General of Police (Law & Order), West Bengal vide Memo no. 61-/CORD CELL dated 14.03.2025 enclosing Memo No-2314/D1B Dated-14th March, 2025 of SP, DIB, Birbhum, that in view of the recent events in some areas, Internet transmissions and Voice over Internet Telephony maybe used for spreading rumour for unlawful activities in geographical area of Sainthia town area of Sainthia Municipality, Hatora GP, Mathpalsa GP, Harisara GP, Dariyapur GP, and Fulur GP area under Sainthia Police Station of Sainthia Community Development Block in Birbhum Revenue District, under Birbhum Police District over the next few days and hence the service may temporarily be shut down.

And whereas, examination of the information received gives reason to believe that such unlawful activities are likely to occur in the absence of preventive measures;

And whereas, the Constitution of India guarantees freedom of expression of Indian Citizens but at the same time allows for reasonable restrictions on the same;

And whereas, no restriction is being imposed on voice calls and SMS and on newspapers, hence communication and dissemination of knowledge and information is not stopped in any way.

Now therefore in order to prevent obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed, or danger to human life, health or safety, or a disturbance of the public tranquility, or a riot or an affray, through an order under Section 20(2)(b) &(4) of Telecommunications Act, 2023 and sub-rule 2(1)(b), 3(1),(2) & (4) of Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024, it is promulgated that

Any data related message or class of messages, to or from any person or class of persons, to or from any telecommunication equipment or class of telecommunication equipment, or relating to any particular subject, brought for transmission by, or transmitted or received by any telecommunication service or telecommunication network under the ambit of Telecommunications Act, 2023 , shall temporarily not be transmitted in the interest of maintaining public order and preventing incitement to the commission of any offence within the geographical area of Sainthia town area, Hatora GP, Mathpalsa GP, Harisara GP, Dariyapur GP, and Fulur GP area under Sainthia Police Station of Sainthia Community Development Block in Birbhum Revenue District, under Birbhum Police District.

This order shall come into force with immediate effect from 14th March, 2025 (Friday) and shall remain valid till 0800 hours of 17th March, 2025 (Monday).

List of PIN Codes and Access Points are attached in Annexure-A

Given under my hand and seal of my office at 2000 hours this day the 14th March, 2025

Principal Secretary
Home & Hill Affairs Department

উচ্চমাধ্যমিকের নতুন নির্দেশিকা নিয়ে বিতর্ক, শিক্ষামহলে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সেমেস্টারের ফলপ্রকাশের আগেই দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু করতে হবে। সংসদ জানিয়েছে, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই নতুন শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় সেমেস্টারের পঠন-পাঠন শুরু করতে হবে, যাতে কম সময়ের মধ্যেই পুরো পাঠক্রম শেষ করা যায়।

তবে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে শিক্ষামহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষকের মতে, দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরুর সময় নির্ধারণে আরও সতর্কতা প্রয়োজন। ফলপ্রকাশের আগে ক্লাস শুরু করানো শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে যারা দ্বিতীয় সেমেস্টারে ভালো ফল করতে পারেনি। তাদের পুনরায় একাদশ শ্রেণিতে ফেরানোর নিয়ম অনেকের কাছেই অনৈতিক ও শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে হচ্ছে। অনেকে মনে করছেন, ফলপ্রকাশের পরই নতুন শ্রেণির পঠনপাঠন শুরু হওয়া উচিত। দ্রুত ক্লাস চালু হলে শিক্ষার্থীরা পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সুযোগ পাবে না, যা তাদের শেখার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে। শিক্ষামহলের একাংশের মতে, এই তাড়াহুড়ো শিক্ষার গুণগত মানের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। তবে অন্যদিকে, কিছু শিক্ষাবিদ এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, একাদশ শ্রেণির ফলাফল যেহেতু স্কুলের নিজস্ব মূল্যায়নের ওপর নির্ভরশীল, তাই দ্রুত ফলপ্রকাশ করলে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য বেশি সময় পাওয়া যাবে। এতে পরীক্ষার চাপ কমবে এবং শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। শিক্ষা সংসদের এক আধিকারিক জানান, 'আমাদের মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। দ্রুত ক্লাস শুরু হলে তারা পড়াশোনার জন্য অতিরিক্ত সময় পাবে। তবে, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতামত বিবেচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' এই নতুন নির্দেশিকা কার্যকর হলে তা শিক্ষার্থীদের উপর কী প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে। তবে অনেকেই মনে করছেন, ফলপ্রকাশের পর ক্লাস শুরুর ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানো উচিত, যাতে শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ না বাড়ে।

বসন্তে রোটারি সদনে প্রকাশ পেল প্রিয়স্মিতা ঘোষের নতুন সঙ্গীত 'রঙ দাও হে রঙিলা'। উদ্বোধনে হাজির স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত সহ অন্যান্যরা।

চুক্তিভিত্তিক বাসচালকের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহণ নিগমে চুক্তিভিত্তিক বাসচালকের বেতন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কয়েকটি ধাপে চালকেরা এই বাড়তি বেতন পাবেন বলে পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে। এ বার থেকে চালক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শুরুতে সাড়ে ১৩ হাজার টাকার বদলে বেতন হবে মাসে ১৬ হাজার টাকা। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে যে সব বাসচালকদের চাকরিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে তাঁরা মাসে ২০ হাজার টাকা বেতন পাবেন।

ওই ব্যবস্থায় চাকরির মেয়াদ ১০ বছর পূর্ণ করলে নির্দিষ্ট কর্মীর বেতন হবে ২৫ হাজার টাকা। চাকরির মেয়াদ ১৫ বছর এবং ২০ বছর হলে ওই বেতন বৃদ্ধি পেয়ে হবে যথাক্রমে ৩১ হাজার এবং ৩৮ হাজার টাকা।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে নতুন বেতন হার কার্যকর হবে। বর্ধিত বেতন কর্মীদের এককালীন বকেয়া হিসেবে মিটিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ব পরিবহন নিগমের প্রায় দেড় হাজার চুক্তি ভিত্তিক চালক উপকৃত হবেন। শীঘ্রই ওই সব পরিবহন নিগমের চুক্তিভিত্তিক কন্ডাক্টরদের নয়া বেতন হর সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি হবে বলে নবান্ন সূত্রের খবর।

শ্রী শ্রী ঠাকুর সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেবের প্রতিষ্ঠিত হাওড়ার বালটিকুরি সদানন্দ মঠে অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত বাৎসরিক উৎসব। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী নাম সংকীর্তন ঠাকুর কথা ও মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন সাধু সন্তগন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন সীতারাম সেবক উত্তম দে।

নাম-পদবী

আমি Meghnadh Rooj, পিতা ধনপতি রুজ আশ্রমপাড়া, সিউড়ি বীরভূমের বাসিন্দা। ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB 53 20100006421) আমার নাম ভুলবশত Meghnath Rooj হয়ে গেছে। সিউড়ি আদালতের ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বলে 4th March 2025 থেকে আমি Meghnadh Rooj হিসেবে পরিচিতি লাভ করিলাম। Meghnadh Rooj এবং Meghnath Rooj এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **৺দিলীপ রঞ্জন সাহা @ দিলীপ রঞ্জন ভূঞ্যাঁ**, পিতা- ৺শচীন চন্দ্র সাহা, সাং কে.কে.লেন, কালীনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া গত ইংরাজী ২৬.০৫.১৯৯০ তারিখে মারা যান। তাহার ওয়ারিশনগণ যথাক্রমে - **(১) মিনতী সাহা- স্ত্রী, (২) সোনালী সাহা - কন্যা, (৩) শ্যামলী সাহা - কন্যা, (৪) মিতালী সাহা - কন্যা।** উক্ত চারজন ব্যতীত মৃত দিলীপ রঞ্জন সাহা @ দিলীপ রঞ্জন ভূঞ্যাঁর আর কোন উত্তরাধিকারী নাই।

স্বর্ণাভ ব্যানার্জ্জী (এ্যাডভোকেট), কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

NOTICE

I MAFIZUR RAHAMAN ,Son of late Azfar Hossain, Village & post –Keoguri, PS-KETUGRAM,DIST-PURBA BARDHAMAN,Have got Power of attorney by way of registered deed being deed No-021301635 for the year2025, KETUGRAM ADSR Office, DIST-PURBA BARDHAMAN from my mother. I like to sell the schedule property which is registered under the Power of Attorney,ie –PLOT No- LR-6256 and Plot-LR-6278,(KhatianNo-LR-595),this Land recorded as SHALI.

দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের নিরাপত্তায় নয়া পুলিশ ফাঁড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরীর আদলে দিঘায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নির্মীয়মাণ জগন্নাথ মন্দিরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সেখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি তৈরি করা হবে। মন্দিরের অদূরেই ওই ফাঁড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হয়েছে। ওই ফাঁড়ি পরিচালনার জন্য পুলিশে বেশ কিছু নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্তও বৈঠকে গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেছে। দিঘায় গড়ে উঠছে পুরদস্তুর জগন্নাথ ধাম। সেখানেও যে পুরীর মতোই পুণ্যার্থীদের ভিড় হবে সেই কথাকে মাথায় রেখে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবার গ্রহণ করা হলো বিশেষ পদক্ষেপ। নবান্ন সূত্রে খবর দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের অদূরেই তৈরি হবে পুলিশ ফাঁড়ি। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার যেই বৈঠক ছিল সেখান থেকেই এই সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন দিঘায় এই জগন্নাথ মন্দির ৩০ এপ্রিল উদ্বোধন হতে চলেছে। ২০ একর জমিতে গড়ে উঠেছে এই মন্দির। ইতিমধ্যেই পুণ্যার্থীদের মধ্যে জগন্নাথ মন্দির নিয়ে উৎসাহ চরমে। তাই সকলের কথা মাথায় রেখে এবং ভিড়ের কথা নজর বন্দি করে যে কোন দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আগেভাগে পরিকাঠামো গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফ থেকে।

পদ্মপুকুর ইউথ অ্যাসোসিয়েশন ও শ্রী রাবতাপুরা সরকার ভক্ত মণ্ডল কলকাতার উদ্যোগে বসন্ত উৎসবে শামিল বিশিষ্টরা।

দোল উৎসবে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ধৃত ১৬১ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দোল উৎসবের দিন শহরের বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশ। এরই মধ্যে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, জোর করে রং মাখানো এবং রাস্তার পরিবেশ বিশৃঙ্খল করার অভিযোগে মোট ১৬১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশি টহল জারি ছিল। লালবাজার সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, জনসাধারণকে বিরক্ত করা এবং ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের মতো একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, শহরের বেশ কয়েকটি স্থানে বেআইনি মদের বিক্রির খবর পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মোট ৩৩.৬ লিটার মদ উদ্ধার করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দোল এবং হোলি উৎসবের কারণে সপ্তাহান্তে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। শনিবার ও রবিবার বিশেষ নজরদারি চালানো হবে এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে সাইকেলে টহলদারি ও মোবাইল পেট্রোলিং জারি থাকবে। শহরের নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রতিটি থানায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড এবং বিশেষ টহলদারি ইউনিটও ছিল প্রস্তুত। পুলিশ জানিয়েছে, উৎসবের দিন বড় ধরনের কোনও অপরাধের ঘটনা ঘটেনি, তবে স্থানীয় স্তরে ঝামেলা এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির অভিযোগ আসতে থাকে।

এছাড়াও, গঙ্গার ঘাটগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল এবং রিভার ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় স্পিডবোট টহলও চালানো হয়। মদ্যপ অবস্থায় অসদাচরণ ও ট্রাফিক আইন ভঙ্গের অভিযোগে আরও বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

উৎসবের আনন্দে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কলকাতা পুলিশের এই তৎপরতা শহরবাসীর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে।

হাওড়া সদর বিজেপির নতুন সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া সদর বিজেপির সভাপতি হিসেবে গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্যের নাম ঘোষিত হতেই দলীয় কর্মীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করে। বিশেষভাবে দোল পূর্ণিমার দিনে এই দায়িত্ব গ্রহণ করায় কর্মীরা একে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ হিসেবে দেখছেন। শুক্রবার, হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোডে অবস্থিত বিজেপির সদর কার্যালয়ে পৌঁছতেই কর্মীরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। উত্তরীয়, ফুলের তোড়া, আবির ও মিষ্টি দিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। জেলার বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা এদিন উপস্থিত ছিলেন এবং নতুন সভাপতির নেতৃত্বে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার নেন। গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য জানান, সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির পাশাপাশি হাওড়া শহরের প্রতিটি প্রান্তে বিজেপির উপস্থিতি সুদৃঢ় করাই তার প্রাথমিক লক্ষ্য। আগামী এক মাসের মধ্যেই এই কাজের প্রভাব চোখে পড়বে বলে তিনি আশাবাদী। একইসঙ্গে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হাওড়ায় বিজেপির শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন। নতুন সভাপতিকে ঘিরে কর্মীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা স্পষ্ট, যা হাওড়া সদর বিজেপির ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে।

তমলুক শহরে দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় এক বিশেষ সম্প্রদায়ের আক্রমণের প্রতিবাদে সনাতনী ধর্মাবলম্বী মানুষদের সঙ্গে নিয়ে মিছিল করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ ই মার্চ, ২রা চৈত্র। রবি বার। দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখবর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী। মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন। মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

(আজ সাহিত্যিক পরশুরাম রাজ শেখর বসু র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী শম্ভুনাথ দাস পিতা বসন্ত কুমার দাস ওরফে নারায়ন চন্দ্র দাস সাকিম দেবানন্দপুর উত্তরপাড়া, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয় বিগত ইং- 08/02/2021 তারিখে ডি.এস.আর-II, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-892/2021 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী মনোজিৎ মাঝি** পিতা ৺সুফল মাঝি সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ ও **২)শ্রী তপন বিশ্বাস** পিতা কেশব বিশ্বাস সাকিম রবীন্দ্রনগর, পশ্চিমপাড়া, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ -কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেলদ্বয় বিগত ইং 20/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে যথাঃ-ক)I-11165/2024 নং দলিল বলে ০১ কাঠা ০৭ ছটাক ০২ বর্গফুট সম্পত্তি এবং খ)I-11166 নং দলিল বলে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ২৮ বর্গফুট সম্পত্তি **মহঃ জাভেদ** পিতা মহঃ এসামুল হক সাকিম ব্যান্ডেল সাহেব পাড়া, ব্যান্ডেল, হুগলী মহাশয়কে বিক্রয় করেন এবং উক্ত তারিখে, উক্ত অফিসে, গ)I-12650/2024 নং দলিল বলে ০১ কাঠা ১২ ছটাক ১৬ বর্গফুট সম্পত্তি **মহঃ জাহিদ হোসেন** পিতা মৃত আসামুল হক সাকিম ৪বি সাতগাছি ফার্স্ট লেন, বালিগঞ্জ, দঃ ২৪ পরগনা মহাশয়কে বিক্রয় করেন। অনুরূপ ভাবে বিগত ইং 31/01/2025 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ঘ)I-1286/2025 নং কোবালা দলিল বলে ০২ কাঠা ১২ বর্গফুট সম্পত্তি **সন্তোষ কুমার সিং** পিতা রত্নেশ্বর সিং সাকিম ১নং নেতাজী পার্ক, লিচুবাগান, ব্যান্ডেল, হুগলী মহাশয়কে বিক্রয় করেন, এবং বিগত ইং 31/01/2025 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ঘ)I-1287/2025 নং কোবালা দলিল বলে ০১ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৭ বর্গফুট সম্পত্তি **বন্দনা সিং** স্বামী বিজয় কুমার মিশ্রা সাকিম ১নং নেতাজী পার্ক, লিচুবাগান, ব্যান্ডেল, হুগলী মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কৃষ্ণপুর চন্দনপুর, জে.এল. নং 1, হাল এল. আর 416 খতিয়ানে, ক)আর.এস. ৩৯৬ তথা এল.আর. ৫২৯ নং দাগে বাঁশবাগান ষোল আনায় ৪৯ শতক এবং খ) আর.এস. ৩৯৭ তথা এল.আর. ৫৩০ নং দাগে কলাবাগান ষোল আনায় ৩৯ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১) মহঃ জাভেদ** পিতা মহঃ এসামুল হক, **২) মহঃ জাহিদ হোসেন** পিতা মৃত আসামুল হক, **৩) সন্তোষ কুমার সিং** পিতা রত্নেশ্বর সিং এবং **৪) বন্দনা সিং** স্বামী বিজয় কুমার মিশ্রা মহাশয়/মহাশয়া-গণ তাহাদের উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বসন্ত উৎসব শ্রীকলোনিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রং যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে.. কবিগুরুর চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণদের উদ্যোগে ভিন্ন স্বাদের বসন্ত উৎসব কলকাতায়। সুভাষ সাংস্কৃতিক সংসদের তত্ত্বাবধানে, রাঙিয়ে দিয়ে যাও-এর পরিচালনায় বসন্ত উৎসব যাদবপুর শ্রীকলোনিতে। এই উৎসবের বিশেষত্ব হল, অনাথ শিশুদের নিয়ে এখানে উৎসবে মেতে ওঠেন উদ্যোক্তারা। মঞ্চ থেকে অনাথ আশ্রমের শিশুদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। থাকে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা। এখানেই বাকিদের চেয়ে আলাদা শ্রীকলোনি কালীবাড়ির বসন্ত উৎসব। এদিন নৃত্য-সঙ্গীত পরিবেশন করেন ক্লাব সদস্য-সদস্যা ও বিশিষ্ট শিল্পীরা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৬ মার্চ ২০২৫, ২ চৈত্র, রবিবার

সল্টলেকে প্রয়াত ফুটবলার পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দোলের রাতে সল্টলেকে প্রয়াত ফুটবলার পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে খুন। মদের আসরে ধারাল অস্ত্রের কোপে খুন করার অভিযোগ উঠেছে এক গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ ওই চালককে গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত চালকের নাম বরুণ ঘোষ। ধৃত যুবক বরুণ ঘোষ পিকের বাড়ির ড্রাইভার। এবং খুন হওয়া গোপীনাথ মুহুরি ফাইফরমাশ খাটতেন। গোপী প্রায় বছর ১৫ পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে কাজ করতেন। বরুণ তুলনায় নতুন, আট-দশ বছর ধরে কাজ করছে। গোপীর বাড়ি দুর্গাপুরে। গোপীনাথ নামে ওই বাড়ির এক কেয়ারটেকারকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রয়াত ফুটবলারের ওই সল্টলেকের বাড়িতে বর্তমানে থাকেন তাঁর দুই

মেয়ে পলা এবং পিক্সি। সম্প্রতি থাইল্যান্ড থেকে ফিরেছেন প্রয়াত ফুটবলারের এক মেয়ে। শুক্রবার তিনি অভিযোগ জানান, তাঁর পার্স থেকে কয়েক হাজার টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে। এ কথা জানার পর ওইদিনই বাড়ির চালক সহ পাঁচ পরিচারককে ঘরে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। এই নিয়েই বচসার সূত্রপাত। এদিকে শুক্রবার রাতে বাড়ির ঠিক সামনেই বসেছিল মদের আসর।পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মদের আসরে বরুণ ঘোষ নামে ওই চালক গোপীনাথ নামে ওই পরিচারকের দিকে বারবার আঙুল তুলতে থাকেন। বরুণের দাবি টাকা নিয়েছে গোপীনাথ-ই। তাতে আপত্তি জানান গোপীনাথ। এরপর রাতে মদের আসর বসলে সেই বচসা চরমে পৌঁছয়। অভিযোগ, সেই বচসার জেরেই রাগের মাথায় বরুণ হেঁশেল থেকে ধারাল অস্ত্র নিয়ে আসেন ও গোপীনাথকে এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার সকালে বরুণকে গ্রেফতার করা হয়। সূত্রের খবর, আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে ধৃত বরুণ ঘোষ জানান, 'টাকা চুরি করেছিল। টাকা পয়সা নিয়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমাকে অনেক কথা বলেছিল। টাকা আমি চুরি করিনি। আমি ওপরে যাই না,ওরা যায়। ছুরি ওই নিয়ে আসে ও আগে আমাকে গলায় মারে। গালিগালাজ করছিল।' বাড়ির অন্য এক পরিচারক মোহন গিরির দাবি, 'যখন এই ঘটনা ঘটে তখন ম্যাডাম অর্থাৎ পিকের কন্যা পলা ছিলেন। ম্যাডাম পুলিশকে খবর দেন।' এ প্রসঙ্গে পিকের কন্যা পলার এখনও কোনও বয়ান পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে এ খবরও মিলেছে শনিবার সকাল থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে। সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। খুনের পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কি না, সেটাই খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে পুলিশ।

আমানতকারীদের ৪৫০ কোটি টাকা ফেরানোর অনুমতি রোজভ্যালির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রোজভ্যালির আরও ৪৫০ কোটি টাকা আমানতকারীদের ফেরানোর অনুমতি পেল রোজভ্যালি অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি। সূত্রের খবর, আমানতকারীদের ঠকানো টাকা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছিল রোজভ্যালি। পরবর্তীতে তদন্ত চলাকালীন সময়ে ৩৩২.৭৬ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট বাজেয়াপ্ত করা হয়। এবার ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙতেই মিলেছে এই সবুজ সংকেত। এটা রোজভ্যালির আমানতকারীদের জন্য বিরাট সুখবর তো বটেই। বাজেয়াপ্ত করা সেই সব ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে

আমানতকারীদের ফেরত দেওয়ার জন্য রোজভ্যালি অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি ভুবনেশ্বরের খুরদা আদালতে আবেদন করেছিল রোজভ্যালি অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি। আদালত থেকে অনুমতি পাওয়ার পরেই সেই টাকা ফেরানোর উদ্যোগ শুরু করতে চলেছে এই কমিটি। সূত্রের খবর, ইডি যে ৩৩২.৭৬ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল তা এখন সুদে-আসলে মিলিয়ে ৪৫০ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। ওই টাকাই ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি। ইতিমধ্যেই আবার ২২ কোটি টাকা ফেরানো হয়েছে রোজভ্যালি অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির তরফে। এর পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, টাকা ফেরত পেতে গেলে এর জন্য বৈধ আমানতকারীদের আগে www.rosevalleyadc.com -এ যেতে হবে। সেখানে গিয়ে উপযুক্ত বৈধ নথি জমা করতে হবে। সেই নথি যাচাই করবে কমিটি। সব ঠিকঠাক থাকলে তারপরই পাওয়া যাবে টাকা।

নৈহাটি থেকে পালিয়ে পার্থ ভৌমিকের পানিহাটিতে লড়ার পরিকল্পনা: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'নৈহাটির অবস্থা খারাপ। তাই নৈহাটি থেকে পালিয়ে পার্থ ভৌমিক পানিহাটিতে গিয়ে নির্মল ঘোষকে সরিয়ে নির্বাচনে লড়াইয়ের পরিকল্পনা নিয়েছে।' শনিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খোলামেলা এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রাক্তন সাংসদের কটাক্ষ, গুন্ডা দমন করার দম পার্থ ভৌমিকের নেই। তাঁর আমলে গুন্ডারা জেলে থাকতো নতুবা এলাকার বাইরে থাকতো। তাঁর দাবি, বাংলায় পুলিশ ও গুন্ডা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে লুটপাট চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গুন্ডারাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পার্থ ভৌমিক। অথচ সাংসদ হওয়ার পর ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্র জুড়ে একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'জেতার পর নৈহাটিতে ওনার বাড়ির কাছে এবং গৌরীপুরে খুনের ঘটনা ঘটেছে। দোলের দিন ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া ও টিটাগড়ে

গণ্ডগোল হয়েছে। তাঁর সাফ বক্তব্য, কিছু পুলিশ অফিসার কাজ করতে চায়। কিন্তু তাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হয় না। তাঁর অভিযোগ, পার্থ ভৌমিক পুলিশকে কাজ করতে দিচ্ছে না। প্রসঙ্গত, দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য রুখতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট অধীনস্থ অঞ্চলে থানা বাড়ানো হয়েছে। এপ্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, থানা বাড়ানো মানে তোলাবাজি বাড়ানো। ভাগ ভাগ করে তোলাবাজি বাড়ানো। কারন, থানার ওসিদের টাকা তুলে কালীঘাট ও ক্যামাক স্ট্রিটে পাঠাতে হয়। অপরাধ দমনে তাঁর পরামর্শ, পুলিশকে ঠিকমতো কাজ করতে দিতে হবে। তাঁর কথায়, দেশের অন্যান্য রাজ্যে পুলিশকে কাজ করতে দেওয়া হয়। বাংলায় পুলিশ বিরোধী দলকে দমাতে ব্যস্ত থাকে। বিরোধী দলের লোকজনকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের পুলিশের কাজ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। তাঁর কটাক্ষ, 'যোগেশ চন্দ্র কলেজে গিয়ে সাবির আলি গণ্ডগোল করছে। অথচ ওই কলেজেই পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'। উনি ওখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না।

দোলে উত্তেজনা রবীন্দ্র সরোবরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দোলে রবীন্দ্র সরোবরকে কেন্দ্র করে একটা কোনও ঝামেলা হবে তা আগেই আন্দাজ করা গিয়েছিল। হলও তাই। দোলের দিন রবীন্দ্র সরোবরে দফায় দফায় উত্তেজনার ঘটনা ঘটে। লেকের ভিতরে স্থানীয় ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বসন্ত উৎসব পালন ঘিরে বিতর্ক তৈরি হল। আর এখানেই পরিবেশপ্রেমী ও প্রাতঃভ্রমণকারীদের একাংশের অভিযোগে, নিয়ম ভেঙে সরোবরের ভিতরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে স্থানীয় ক্লাবের তরফে জানানো হয় যে যাবতীয় অনুমতি নিয়েই তারা অনুষ্ঠান করছে।

দোলে ক্লাবের জন্য খোলা থাকবে রবীন্দ্র সরোবর। যা নিয়েই শুরু হয় বিতর্ক। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এর আগেও রবীন্দ্র সরোবরে বিক্ষোভ দেখায় লেক লাভার্স ফোরাম। মুখ্যমন্ত্রীকেও নালিশ জানান পরিবেশপ্রেমীরা। প্রসঙ্গত, কলকাতার ফুসফুস তথা

জাতীয় সরোবরের তকমা পাওয়া রবীন্দ্র সরোবরের দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে কেএমডিএ। জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশিকা অনুসারে প্রতি বছরই দোল ও হোলির দিন সর্বসাধারণের জন্য রবীন্দ্র সরোবরের গেট বন্ধ থাকে। তবে এবার সেই নিয়ম মানা হয়নি, এমনই অভিযোগ এনে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে ইমেলও করেন লেক লাভার্স ফোরামের সদস্য সৌমেন্দ্রমোহন ঘোষ। ১৪ ও ১৫ মার্চ সরোবরের ভিতরে থাকা কিছু সুইমিং ক্লাব তাদের বার খোলা রাখার পরিকল্পনা করে। সকাল ১০টা থেকে রাত পর্যন্ত ক্লাবের সদস্য ও অতিথিদের জন্য খোলা রাখতে চাইছে সুইমিং ক্লাবগুলি। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। এর পাশাপাশি রং খেলার পর কিছু সাধারণ মানুষ স্নান করার জন্যও লেকে ঢুকে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করে লেক লাভার্স ফোরাম। তেমন কিছু হলে পুলিশ কমিশনারের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের আর্জিও করা হয়।

শো কজ নোটিসের জবাব দিলেন হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবির রবিবার দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির তলব করা শো কজ নোটিশের জবাব দিয়েছেন। এদিন সকালে পরিষদীয় মন্ত্রী তথা তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে হোয়াটস অ্যাপ মারফত তিনি নিজের জবাব পাঠিয়েছেন বলে ওই বিধায়ক জানান। তবে নিজের বক্তব্য থেকে না সরে তিনি জানিয়েছেন, নিজের মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি দলের শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছেন বলে মনে করেন না। মুসলমান বিধায়কদের ছুঁড়ে ফেলা নিয়ে বিরোধী দলনেতার করা আপত্তিকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে হুমায়ুন কিছু কথা বলেছেন। তাঁর ওই মন্তব্যের জেরে তাঁকে কারণ দর্শাতে বলে তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। তৃণমূল সূত্রে খবর, হুমায়ুনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে শো কজের নির্দেশ দেন। তার পর গত বৃহস্পতিবার তৃণমূল বিধায়ককে শো কজের চিঠি পাঠিয়ে দেয় তাঁর দল। কোন পরিপ্রেক্ষিতে ওই মন্তব্য করা হয়েছিল নিজের চিঠিতে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে ওই বিধায়ক জানিয়েছেন। অন্যদিকে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় ওই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে জানিয়েছেন, কমিটি ওই জবাব পর্যালোচনা করে এবিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।

বেসরকারি স্কুলে এক ধাক্কায় ৬২ শতাংশ ফি-বৃদ্ধিতে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেসরকারি স্কুলে ফি-তে লাগাম টানতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। আগামী সপ্তাহেই বিল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। তারই মাঝে সল্টলেকের আইইএম পাবলিক স্কুলে ফি বৃদ্ধি নিয়ে তৈরি হল উত্তেজনা। অভিভাবকদের দাবি, একধাক্কায় ৬২ শতাংশ ফি বেড়েছে ওই স্কুলে। প্রতিবাদে সরব হওয়ায় পালটা প্রিন্সিপল প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন বলেও অভিযোগ।

এদিকে সূত্র বলছে, বেসরকারি স্কুলগুলিতে প্রতি বছরই ফি বৃদ্ধি হয়। তবে নিয়মানুযায়ী, ১০ শতাংশ হারে ফি বৃদ্ধির কথা। তবে অভিভাবকদের দাবি, ওই স্কুলে প্রথম থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের ফি একধাক্কায় ৬২ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওই নোটিস পেয়ে তাজ্জব হয়ে যান অভিভাবকরা। বাধ্য হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে যান তাঁরা। কোন খাতে বিপুল ফি বৃদ্ধি, তা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চান অভিভাবকরা। তাঁদের দাবি, সে বিষয়ে স্কুলের তরফে কিছু জানানো হয়নি। পরিবর্তে স্কুলের প্রিন্সিপাল অভিভাবকদের প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন। তাঁর বক্তব্য, এই স্কুলে পড়াতে চাইলে ৬২ শতাংশ বর্ধিত হারে ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া তিনি নাকি জানান, বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ তাঁদের হাতে। তাই তাদের কথা ভেবে কিছু না বলাই শ্রেয়। বলে রাখা ভালো, সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্ট ফি বৃদ্ধি নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেন। আবার রাজ্য সরকারও ফি-তে লাগাম টানতে বিল আনছে। তার মাঝে প্রিন্সিপালের এই বক্তব্যের মাঝে অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ হুমকির সুরই রয়েছে। যাতে রীতিমতো বিরক্ত অভিভাবকরা।

কসবার জলাশয়ে উদ্ধার ভিন রাজ্যের যুবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক ভিনরাজ্যের যুবকের দেহ উদ্ধার হল কসবা এলাকা থেকে। একটি শপিং মলের পিছনের জলাশয় থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই যুবক বিহারের বাসিন্দা এবং কলকাতায় এসেছিলেন এক আত্মীয়ের বাড়িতে। শুক্রবার রাতে ওই জলাশয়ের পাশে শেষবার দেখা গেছিল যুবককে। শনিবার সকালে জলে ভাসতে দেখা যায় তাঁর দেহ। কসবার নস্করহাট মিঠেতলা জলাশয় থেকে যুবকদের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখা। যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঠিক কী কারণে মৃত্যু ঘটেছে তা এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছে না পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, জলে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে যুবকের। তবে আপাতত ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টের অপেক্ষায় তদন্তকারীরা। এটা খুনের ঘটনা হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে মৃতদেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছে পুলিশ। এদিকে পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে শুক্রবার সন্ধে থেকে ওই জলাশয়ের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছিল যুবককে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এটাও হতে পারে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। আদতে কী হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই স্পষ্ট হবে। যুবক যাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করেছে পুলিশ। তিনি কোনও অবসাদে ভুগছিলেন কিনা, পারিবারিক কোনও সমস্যা ছিল কিনা, সব জানতে তৎপর তদন্তকারীরা। কসবা থানার আধিকারিকদের সঙ্গে লালবাজারের অফিসাররা খোঁজ শুরু করেছেন কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর। কেউ বা কারা যুবককে শেষবার দেখে থাকলে তাদের বয়ান ঘটনার তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মহিলা পুলিশের সঙ্গে অভব্য আচরণ, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: দোলের সন্ধ্যায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন দুই যুবক। এরপর সেই গতি নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পেরে নিউটাউনে বলাকা আবাসনের কাছে রাস্তার ধারে সোজা ধাক্কা মারে। এরপরই পথ সুরক্ষা আইন ভাঙার অভিযোগে তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যেতেই আরও যেন বেপরোয়া হয়ে ওঠেন ওই দু'জন। অভিযোগ, থানার ভিতরেই মহিলা ইন্সপেক্টরের শ্লীলতাহানি করে তারা। অশালীনভাবে তাঁকে স্পর্শ করে পোশাক খোলার চেষ্টা করে। এরপর কালবিলম্ব না করে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। বারাসত আদালতে তাদের তোলা হবে শনিবার।

পুলিশ সূত্রে খবর, নিউটাউন থানার পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা দুই মদ্যপ যুবক গাড়ি চালিয়ে সেক্টর ফাইভ থেকে নিউটাউনের যাচ্ছিলেন। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে নিউটাউনের বলাকা আবাসনের কাছে রাস্তার ধারের ডিভাইডারে ধাক্কা দেয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিল তারা। তবে থানার ভিতর ঢুকে এভাবে মহিলা পুলিশের শ্লীলতাহানির মতো দুঃসাহসিক কাজ করা যুবক আসলে কারা, কী তাদের পরিচয়, তা জানার চেষ্টায় তদন্তকারীরা। তাদের নিজেদের হেফাজতে নিতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানাবে নিউটাউন থানার পুলিশ।

বিধায়কের নামে ফেসবুকে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধায়কের নাম ব্যবহার করে ফেসবুকে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট। নাম ভাঙিয়ে টাকা তোলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে জোর শোরগোল শ্রীরামপুরে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই শ্রীরামপুর থানার পাশাপাশি লালবাজারেও অভিযোগ জানানো হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন আগেই শ্রীরামপুরের বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায়ের নামে ফেসবুকে একটি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। অভিযোগ, ওই অ্যাকাউন্ট থেকেই বিধায়কের অনুগামী ও পরিচিতদের কাছে মেসেজ পাঠানো হয়। চাওয়া হয় টাকা। ইতিমধ্যেই ৯ হাজার টাকা দিয়ে একজন প্রতারিতও হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। বিষয়টি

সামনে আসতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ চাওড়া হয় বিধায়কেরও। কয়েকদিন আগেই শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগও দায়ের হয়। এরপরই আবার লালবাজারেও অভিযোগ জানিয়েছেন বলে সূত্রে খবর এদিকে এই খবর জোর শোরগোল হুগলির ঘাসফুল শিবিরের অন্দরেও। খোদ বিধায়কের নাম করে প্রতারণার চেষ্টায় হতবাক তৃণমূল কর্মীরাও।

সুদীপ্ত রায়ের অনুগামী তৃণমূল কর্মী শুভময় দাস ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, 'বেশ কিছুদিন ধরেই ফেসবুকে একটি অ্যাকাউন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেখানে আমাদের বিধায়কের নাম ও ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। আমি শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। ওই অ্যাকউন্ট থেকে বিধায়কের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচয় দিয়ে ফোন করা হচ্ছে। তারপর ফার্নিচার বিক্রির নামে টাকা চাওয়া হচ্ছে। আরও নানাভাবে টাকা চাইছে। রিষড়ার এক ব্যক্তি ৯ হাজার টাকাও দিয়েছে। তাই আমাদের অনুরোধ এই অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও ফাঁদ পাতা হলে পা দেবেন না।'

বাড়ি থেকে ডেকে যুবককে 'কোপ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার দোলের দিন বিকেলে বাড়ি থেকে যুবককে ডেকে কোপানোর অভিযোগ উঠল পাড়ারই কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। জগদ্দল থানার ভাটপাড়া পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ২৬ নম্বর রেলগেট সন্নিহিত নেতাজি নগর কলোনির ঘটনা। অভিযোগ, এলাকার কয়েকজন যুবক এসে সঞ্জিত বারুইকে বাড়ি থেকে ডাকে। সঞ্জিত বাড়ি থেকে বেরোতেই ওরা সঞ্জিতের ওপর চড়াও হয়।ধারালো অস্ত্র দিয়ে সঞ্জিতকে ওরা এলোপাতাড়ি কোপায় বলে অভিযোগ উঠেছে। রক্তাক্ত অবস্থায় সঞ্জিতকে প্রথমে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে তাঁকে কল্যাণীর জহরলাল নেহেরু হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তবে কি কারনে ওরা সঞ্জিতের ওপর হামলা চালানো হল, তা এখনও পরিষ্কার নয়। ঘটনার তদন্তে নেমে জগদ্দল থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনায় অভিযুক্ত রাকেশ মন্ডল ও সৌরভ হালদারকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব এলাকাবাসী।

দোল খেলা নিয়ে অশান্তি বাঁশদ্রোণিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দোলের দিন চরম অশান্তি। সেই ঝামেলা মেটাতে গিয়ে রক্তাক্ত হলেন পাড়ার ক্লাব সদস্যরা। রং খেলা নিয়েই ঝামেলা হয় বলে দাবি ওই পরিবারের। তবে ক্লাব সদস্যদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওই পরিবারের বিরুদ্ধে অসামাজিক কাজকর্মের অভিযোগ উঠছিল। সমস্যা মেটাতে হস্তক্ষেপ করতে হয় বাঁশদ্রোণি থানার পুলিশকে। বাঁশদ্রোণির পীরপুকুর রোডের শান্তি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় বেশ কয়েকজন যায় এলাকারই একটি বাড়িতে। দোলের দিন রং খেলার সময় এক কিশোরীকে ওই পরিবারের লোকজন মারধর করেছে বলে অভিযোগ ওঠে।

জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা বঙ্গ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: দোলযাত্রার দিন বিভিন্ন জেলার জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হল বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে। রাজ্যের মোট ৪৩টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ঘোষণা করা হয় মোট ২৫টি জেলার সভাপতির নাম। কোনও কোনও জেলায় জেলা সভাপতি পদে কোনও বদল হয়নি। আবার কোথাও কোথাও নতুন নেতাদের উপর আস্থা রাখছে গেরুয়া শিবির। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আর বেশিদিন বাকি নেই। তার আগে দলের ভিত পোক্ত করতে এই জেলা সভাপতিদের গুরুত্ব যে কতটা, তা বলাই বাহুল্য।

দুই কলকাতায় নেই কোনও বদল। সভাপতিদের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সংঘ ঘনিষ্ঠদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গে বারাসত, বসিরহাট, আরামবাগ, হাওড়া, জঙ্গিপুর, হুগলিতে সভাপতি বদল করা হয়েছে। কলকাতা উত্তর শহরতলি, পুরুলিয়াতেও এবার নতুন নাম। উত্তর নদিয়া, শিলিগুড়ির মতো জেলাগুলিতে পুরনোতেই আস্থা রেখেছে দল। তমলুক সভাপতি ছিলেন সদ্য দল বদল করা তাপসী মণ্ডল, কাঁথির দায়িত্বে ছিলেন বিধায়ক অরূপ দাস, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ছিলেন

বিধায়ক অমরনাথ শাখা। আরামবাগ জেলায় দায়িত্বে ছিলেন বিমান ঘোষ, যিনি পুরশুড়ার বিধায়ক। তাঁকেও সরানো হয়েছে। অর্থাৎ মোট চার বিধায়ককে সভাপতি পদ থেকে সরানো হয়েছে। শুক্রবার মোট ২৫টি জেলার সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে পুরনো নাম রয়েছে ৮টি জেলায়, ১৭ টি জেলায় নতুন সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বাকি জেলাগুলির সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হবে। আপাতত রাজ্য সভাপতি কে হবেন, সে দিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের। সেই পদ নিয়েও একাধিক জল্পনা রয়েছে।

জগদ্দলের আক্রান্ত বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: হোলির রাতে জগদ্দলের মজদুর ভবন থেকে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হলেন এক বিজেপি কর্মী। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী অশোক কুমার সিং জগদ্দলের আতপুরের বাসিন্দা। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী রাতেই জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত দু'জনকে পাকড়াও করেছে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী অশোক কুমার সিং জানান, হোলি উৎসব উপলক্ষে শুক্রবার সন্ধেতে তিনি মজদুর ভবনে এসেছিলেন। রঙ খেলে রাতে তিনি

বাড়ি ফিরছিলেন। ঘোষপাড়া রোডে অকল্যান্ড জুটমিল সামনে তাঁর পথ আটকায় ভাটপাড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুনীতা সিংয়ের পুত্র নমিত সিংয়ের চারজন শাকরেদ। এঁদের মধ্যে ডলি ও প্রেমকে তিনি চিনতে পেরেছেন। তাঁর অভিযোগ, মজদুর ভবনে হোলি খেলার অপরাধে ওরা তাকে এলোপাতাড়ি পেটায়। হামলায় তাঁর ডান দিকের চোখে আঘাত লেগেছে বলে জানালেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মী। ঘটনা নিয়ে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, 'আক্রান্ত অশোক কুমার সিং তাদের নিকট আত্মীয় হন। মজদুর ভবনে কেন তিনি হোলি খেলতে এসেছিলেন। সেইজন্য ওনাকে মারা হয়েছে। পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্ত ডলি ও প্রেমকে ধরেছে। বাকিরা এখনও ধরা পড়েনি।'

সম্পাদকীয়

নারী দিবসে নারীর অধিকার, দায়িত্ব, শক্তি ও সংগ্রামকে উপলব্ধি করার দিন

শুধু শারীরিক নিপীড়ন নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণও মেয়েদের প্রতিনিয়ত বন্দি করে রেখেছে। কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের সমান পরিশ্রম করেও কম মজুরি পান। তবে, শুধু পুরুষদের দিকে আঙুল তুললেই কি সব দায় শেষ? সমানাধিকার মানে কি শুধু সমান সুযোগের দাবি তোলা, না কি সমান দায়িত্বও নিতে হবে? এক জন পুরুষ বেকার হলে, অধিকাংশ নারী কি তাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হবে যদি ছেলেটি সংসার সামলানোর দায়িত্ব নেয়? যদি স্বামীর আয় স্ত্রীর চেয়ে কম হয়, তা হলে সেই সম্পর্কের ভিত্তি কতটা শক্ত? এক জন স্ত্রী যদি স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল হতে পারেন, তবে স্বামী স্ত্রীর আয়ের উপর নির্ভরশীল হলে তা 'অসম্মানজনক' কেন? এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো দরকার! এক জন বিবাহিত কর্মজীবী নারী তার বাবা-মায়ের দায়িত্ব নিতে চাইলে, শ্বশুরবাড়ির বাধা আসে কেন? ছেলের ক্ষেত্রে তো এটা স্বাভাবিক। তা হলে মেয়েদের জন্য আলাদা নিয়ম কেন? আর একটি বড় সমস্যা আইনের অপব্যবহার। মেয়েদের সুরক্ষার জন্য বানানো কিছু আইনই এখন অনেক পুরুষের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিথ্যে মামলায় নিরীহ পুরুষদের ফাঁসানো হচ্ছে, তাদের আত্মহত্যায় পর্যন্ত বাধ্য করা হচ্ছে। সমানাধিকার চাইলে, এটার বিরুদ্ধেও মেয়েদের কথা বলতে হবে। সর্বোপরি, মেয়েদের নিজেকেও ভোগ্যবস্তু বা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রের বাইরে গিয়ে ভাবতে হবে। নয়তো পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে কী ভাবে? নারী দিবস শুধু শুভেচ্ছা জানানো বা গোলাপ দেওয়ার দিন না। এটা নিজের অধিকার, দায়িত্ব, শক্তি, ও সংগ্রামকে উপলব্ধি করার দিন। নারীর মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াবেন, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেবেন, এবং সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য লড়বেন।

শব্দবাণ-২২০

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. লাভ, লভ্যাংশ ২. খুচরো ব্যয়ের জন্য রক্ষিত ৫. অবস্থিত ৮. অজীর্ণ রোগ ৯. সেবা, পরিচর্যা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.বাদী, ফরিয়াদি ৩. ঘোড়া ৪. কারণ, হেতু ৬. (আল) যাতে গায়ের বা মনের জোর বাড়ে এমন বস্তু বা প্রভাব ৭. রংচঙে।

সমাধান: শব্দবাণ-২১৯

পাশাপাশি: ১. তৈলপায়িকা ৪. লক্ষ ৫. রসম ৭. দমন ৯. ফুল ১১. বহ্যুৎসব।

উপর-নীচ: ১. তৈলকার ২. পাপ ৩. কালবুদ ৬. মতলব ৮. নরদেব ১০. সৎ।

জন্মদিন

আজকের দিন

তনুশ্রীশঙ্কর

১৯৪৯ বিশিষ্ট গীতিকার ও গায়ক কবীর সুমনের জন্মদিন।
১৯৫৬ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী তনুশ্রীশঙ্করের জন্মদিন।
১৯৭১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজপাল যাদবের জন্মদিন।

দোল পূর্ণিমা ও শ্রীমন মহাপ্রভু ভাবনা

রূপম চক্রবর্ত্তী

দোল পূর্ণিমার সাথে একাকার হয়ে মিশে আছে হোলি উৎসব। এই পবিত্র লগ্নে শ্রীমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব দোল উৎসবকে আরও নান্দনিকতায় সাজিয়ে দিয়েছেন। হোলির রংগুলি কোনো ধরণের বৈষম্য ছাড়াই সমস্ত জীবকুলের সাথে জড়িত আছে। এই দিনে আবীরের রঙে রঙিন হয়ে একাকার হয়ে উঠে সব। সমাজের সব জীবকুলে এমনকি সমস্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে এই রং সবার মধ্যে ছড়িয়ে পরে তৈরি হয় বন্ধুত্বের সেঁতুবন্ধন। আমাদের অনেক ধর্মীয় উৎসবেই আঞ্চলিক লোক-সংস্কৃতি ও রীতির প্রভাব দেখা যায়, হোলিও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলার দোলযাত্রায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব রীতির প্রাধান্য পায়। ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন পূর্বভারতে আর্যরা এই উৎসব পালন করতেন । যুগে যুগে এর উদযাপন রীতি পরিবর্তিত হয়ে এসেছে । পুরাকালে বিবাহিত নারী তার পরিবারের মঙ্গল কামনায় রাকা পূর্ণিমায় রঙের উৎসব করতেন ।

শ্রী গৌর সুন্দর হলেন কলি যুগের সাক্ষাৎ কৃষ্ণ অবতার।। কলির অধঃপতিত জীবদের করুনা করতে তিনি আবির্ভূত হলেন শ্রীধাম নবদ্বীপে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে তিনি বেছে নিলেন ইংরেজি ১৪৮৬ সালের ফাল্গুন মাসের এই পূর্ণিমা তিথি তথা দোল পূর্ণিমার এই পুন্য লগ্ন। যেন আনন্দ উৎসবে এক নতুন মাত্রা যোগ করলেন। উলুধ্বনি আর শঙ্খনাদের গর্জনে শচীমাতা আর জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আবির্ভূত হলেন শ্রীম্মন মহাপ্রভু। তিনি বিশেষত পরম সত্ত্বা রাধা ও কৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করেন। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পর্যন্ত শ্রীহরি নাম, ভক্তি ও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বিতরণ করেন। সে কারনেই আজকের এই পুন্য তিথিটি সকল বৈষ্ণব তথা সকল কৃষ্ণ ভক্ত মানুষদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। আসুন, সবাই আবির ছুঁয়ে দেখি, রাধা গোবিন্দের শ্রী চরণের আবিরে নিজেদের রঞ্জিত করি আর সেই সাথে গৌর বন্দনা করে হই পুলকিত।।

অন্যায়কে পরাজিত করার আনন্দে সকলের মন রাঙিয়ে উঠুক। মহানপুরুষের আবির্ভাবে সকলের মন আনন্দে নেচে উঠুক অবশ্যই অসামজিকতায় নয়।সঙ্কীর্তন অঙ্গনে সব মানবের মহামিলন ঘটিয়েছিল। সাধন ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা দূর করে আচ-াল অস্পৃশ্যকে তিনি কোল দিয়েছিলেন। চাঁদকাজির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান, ধর্মীয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার অর্জনের অভিযান। শাসকের বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের প্রতিবাদ। জগাই-মাধাই উদ্ধারের মধ্যে তিনি মানুষের দম্ভকে গলিয়ে, তার পাশবিকতাকে মানবিকতার ভূমিকায় উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন- ভালবাসা দিয়ে। অঞ্চল ভেদে হোলি বা দোল উদযাপনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা কিংবা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত লোক কথার ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু উদযাপনের রীতি সবজায়গায় এক। এই উৎসব প্রতিটি বাড়িতে, প্রতিটি পাড়ায় সুখের রঙ আনে। তাই এই উৎসবকে রং উৎসবও বলা হয়। যেমন প্রকৃতি তার আলো, বায়ু, জল, সমস্ত জীবকে কোনও পার্থক্য ছাড়াই বিতরণ করে। এই পবিত্র তিথি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের।

বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। হিন্দু-অহিন্দু, পণ্ডিত-মূর্খ, উঁচুনিচু ভেদাভেদ না করে তিনি তার 'ভক্তিধর্ম' প্রচার করেছিলেন। জনসাধারণের জন্য যে শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন, তা চিরন্তন, সর্বজনীন আদর্শের অনুগত। তার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং নাম সংকীর্তনের উপর। আত্মমর্যাদাহীন বাংলার মানুষ তার দীক্ষায় আত্মমর্যাদা ফিরে পেয়েছিল। তিনিই ঘোষণা করে গিয়েছিলেন যে, সব মানুষই আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হতে পারে। সে বিশ্বাস থেকেই ধর্মে, দার্শনিক চিন্তায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে বাঙালি তার উৎকর্ষের পরিচয় দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তাকে অবলম্বন করেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে জীবনী সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটে। তার পুণ্যময় জীবনকে নিয়ে সংস্কৃত ও বাংলায় প্রচুর জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন হিন্দু ঐতিহ্যেই হোলি উৎসবের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। এটি একটি উৎসবমুখর দিন যখন একজন তার অতীতের ভুলগুলো ভুলে যায়। দোলযাত্রা উৎসবের একটি ধর্মনিরপেক্ষ দিকও রয়েছে। এই দিন সকাল থেকেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে আবির, গুলাল ও বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়। শান্তিনিকেতনে বিশেষ নৃত্যগীতের মাধ্যমে বসন্তোৎসব পালনের রীতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কাল থেকেই চলে আসছে।

এই দিনে মানুষেরা একে অপরের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ মিটমাট করে ফেলে, এই দিনে তারা এসব ঝগড়া বিবাদ ভুলে যায় ও ক্ষমা করে দেয়। তারা পুরনো ঋণ মাফ করে দেয়, এবং নতুন করে চুক্তি শুরু করে। হোলি উৎসব একই সাথে বসন্তের আগমন বার্তাও নিয়ে আসে। অনেকের কাছে এটা নতুন বছরের শুরুকে নির্দেশ করে। এটি মানুষের জন্য ঋতু পরিবর্তনকে উপভোগ করা ও নতুন বন্ধু বানাবার বার্তাও বহন করে আনে। আবির আর হোলির আনন্দে ভাসার পাশাপাশি সবাই গৌর পূর্ণিমার মর্ম কথা বুঝার প্রেরণা নিয়েই চলুক।

দোল বা হোলি নামের মাহাত্ম্যের সাথে আবার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সকলের প্রিয়, সকলের আরাধ্য নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরেই ভারতভূমিতে হোলির সূত্রপাত বলে মেনে নেয় লোকগাথা। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই হোলির সূত্রপাত, একথা মানলেও মহাকাব্য থেকে লোকগাথায় দোল শুরুর কারণে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে বৃন্দাবন লীলায় ব্রজবাসীগন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তার অন্তরঙ্গা শক্তি রাধারাণীকে একত্রে পেয়ে সীমাহীন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তাদের চরণে আবির বা গুলাল ঢেলে রঞ্জিত করে দেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারাণী ও এই আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। কিন্তু ঐদিন ছিল ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথি। ঐদিনটিতে এতটাই আনন্দ উৎসব হয় যে, পরবর্তীতে বৃন্দাবন বাসীরা আর ঐদিনটিকে ভুলতে পারেন নি। যা আজ ও মানুষ পালন করে চলছে। ঐদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর রাধারাণীকে বৃন্দাবন বাসীরা প্রেমানন্দে দোলনায় দোল দিয়েছিল বলে এই উৎসবটিকে দোল উৎসব ও বলা হয়। আর ফাল্গুন মাসের এই পূর্ণিমাকে বলা হয় দোল পূর্ণিমা।

অন্যদিক বসন্তের পূর্ণিমার এই দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেশি নামক অসুরকে বধ করেন। কোথাও কোথাও অরিষ্টাসুর নামক অসুর বধের কথাও আছে। অন্যায়কারী, অত্যাচারী এই অসুরকে বধ করার পর সকলে আনন্দ করে। এই অন্যায় শক্তিকে ধ্বংসের আনন্দ মহা আনন্দে পরিণত হয়। অঞ্চল ভেদে হোলি বা দোল উদযাপনের ভিন্ন ব্যাখ্যা কিংবা এর সঙ্গে সংপৃক্ত লোককথার ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু উদযাপনের রীতি এক ।বাংলায় আমরা বলি 'দোলযাত্রা' আর পশ্চিম ও মধ্যভারতে 'হোলি',। রঙ উৎসবের আগের দিন 'হোলিকা দহন' হয় অত্যন্ত ধুমধাম করে । শুকনো গাছের ডাল, কাঠ ইত্যাদি দাহ্যবস্তু অনেক আগে থেকে সংগ্রহ করে সু-উচ্চ একতা থাম বানিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করে 'হোলিকা দহন' হয় । পরের দিন রঙ খেলা । বাংলাতেও দোলের আগের দিন এইরকম হয় যদিও তার ব্যাপকতা কম , আমরা বলি 'চাঁচর' । এই চাঁচরেরও অন্যরকম ব্যাখ্যা আছে । দোল আমাদের ঋতুচক্রের শেষ উৎসব । পাতাঝরার সময়, বৈশাখের প্রতীক্ষা। এই সময় পড়ে থাকা গাছের শুকনো পাতা, তার ডালপালা একত্রিত করে জ্বালিয়ে দেওয়ার মধ্যে এক সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে । পুরনো জঞ্জাল, রুক্ষতা, শুষ্কতা সরিয়ে নতুনের আহ্বান হচ্ছে এই হোলি। বাংলায় দোলের আগের দিন 'চাঁচর' উদযাপনকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয় ।

দোলের কথা লিখতে গেলেই আবিরের কথাও লিখতে হবে

আবির ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহৃত এক প্রকারের রঞ্জক পদার্থ। এটি গুঁড়া হিসাবেই ব্যবহার হয়, তরল ভাবে নয়। হোলি খেলার সময় এটি ব্যবহার করা হয়। হোলির পূর্বে বাজারে এটি বিক্রি হয়। ফাল্গুন মাসে (হোলি খেলার সময়) ব্যবহার তাই এর অন্য নাম ফাগ। কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক, দুই রকমের উৎস হতেই আবির তৈরি করা হয়। অপরাজিতা, গাঁদা, দোপাটি - এসব ফুলের নির্যাস হতে আবির তৈরি করা হয়। এই রঞ্জককে অনেক সময় অভ্রের গুঁড়ার সাথে মিশানো হয়, যার দরুন এটি জ্বলজ্বল করে। হোলির দিন বয়স্করা আবির আশির্বাদ হিসাবে ছোটদের মাথায় আবির দেন। ছোটরা বড়দের পায়ে দেয়। তারপর সবাই সবার গালে মুখে আবির মাখিয়ে দেয়। অনেক সময় চোখে আবির ঢুকে গিয়ে বিপদ ঘটতে পারে। আবির সাধারণতঃ বিষাক্ত নয়। কিন্তু অভ্র বা কোন কেলাসাকার গুঁড়া ব্যবহার হলে তাতে চোখের কর্নিয়াতে আঁচড় লাগতে পারে। এই জন্যে আবিরের তৈরির সময় রং মেশাবার জন্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন রকম গুঁড়ার মধ্যে ট্যাল্কম পাউডারের মত অক্ষতিকর পদার্থ ব্যবহার বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মধ্যযুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পগুলির অন্যতম প্রধান বিষয় রাধা-কৃষ্ণের রঙ উৎসব । এই রাধা-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে হোলির যে অতি বৈষ্ণবীয় আচার তা অবশ্যই প্রশ্নযুক্ত। কেননা এটি শ্রীকৃষ্ণের জীবন ইতিহাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা শ্রীকৃষ্ণ ১০ বছর বয়সে বৃন্দাবন ত্যাগ করার পর সেখানে তার যাওয়াই হয়নি। অন্যদিকে বহু গবেষক রাধার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন থেকে দোল কথার উদ্ভব। দোল হিন্দু সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন উৎসব । নারদ পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ ও 'জৈমিনি মীমাংশা'য় রঙ উৎসবের বিবরণ পাওয়া যায় । ৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের এক শিলালিপিতে রাজা হর্ষবর্ধন কর্তৃক 'হোলিকোৎসব'পালনের উল্লেখ পাওয়া যায় । হর্ষবর্ধনের নাটক 'রত্নাবলী'তেও হোলিকোৎসবের উল্লেখ আছে । এমনকি আল বেরুণীর বিবরণে জানা যায় মধ্যযুগে কোন কোন অঞ্চলে মুসলমানরাও হোলিকোৎসবে সংযুক্ত হতেন ।

হোলির কথা লিখতে গেলেই হোলিকার কথা লিখতে হবে

দৈত্যরাজ হিরণ্যকিশপুর কাহিনি আমরা সকলে জানি। ভক্ত প্রহ্লাদ অসুর বংশে জন্ম নিয়েও পরম ধার্মিক ছিলেন। তাঁকে যখন বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও হত্যা করা যাচ্ছিল না তখন হিরণ্যকিশপুর বোন হোলিকা প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে আগুনে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ হোলিকা এই বর পেয়েছিল যে আগুনে তার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু অন্যায় কাজে শক্তি প্রয়োগ করায় হোলিকা প্রহ্লাদকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করলে বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ড থেকেও অক্ষত থেকে যায় আর ক্ষমতার অপব্যবহারে হোলিকার বর নষ্ট হয়ে যায় এবং হোলিকা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, এই থেকেই হোলি কথাটির উৎপত্তি । নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান। তবু বিবিধের মাঝে দোলের মাহাত্ম্য কিন্তু মিলনে।

সে যাই হোক রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বকে দাড় করিয়ে বিপরীত লিঙ্গের মাঝে অবাধ হোলি খেলা অবশ্যই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন যোগ্য নয়। আবার বিষাক্ত রঙের ব্যবহারও উচিত নয়। এমনকি বহু জায়গায় হোলিকা দহনের নামে গাছপালা যথেচ্ছ কেটে ফেলা হয় তাও উচিত নয়। তাই হোলি নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের অসামাজিকতা পরিহার করা জরুরী। হোলি সম্পর্কে বড়ো একটি তথ্য সকলে এড়িয়ে যায়। ধর্ম ও সমাজ ওতোপ্রোত জড়িত। সমাজের উঁচু নিচুঁর ভেদাভেদ ঘুঁচে যায় এই দিনে। সবাই হয়ে ওঠে রঙ্গিন ও প্রাণবন্ত। থাকে সাবলীল ও হাসিখুশি। তাই হোলি সমতা ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধির একমাত্র উৎসব। হোলির প্রভাবে শুধু ধরণী রঙ্গিন হয় তা কেবল নয় এই উৎসবে মানুষের জীবনও হয়ে ওঠে রঙে রঙে রঙ্গিনময়। আর একটি উৎসব বা দিন আরও পবিত্র হয়ে ওঠে যদি উক্ত দিনে পৃথিবী মহান পুরুষের জন্ম দেয়। বাঙালি তথা হিন্দু সমাজের অন্যতম মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি হচ্ছে এই পূর্ণিমা তিথি তথা হোলি তিথি। এই মহান পুরুষের জন্ম উৎসবের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিভিন্ন হিন্দু ঐতিহ্যেই হোলি উৎসবের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। এটি একটি উৎসবমুখর দিন যখন একজন তার অতীতের ভুলগুলো ভুলে যায়। দোলযাত্রা উৎসবের একটি ধর্মনিরপেক্ষ দিকও রয়েছে। এই দিন সকাল থেকেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে আবির, গুলাল ও বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়। শান্তিনিকেতনে বিশেষ নৃত্যগীতের মাধ্যমে বসন্তোৎসব পালনের রীতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কাল থেকেই চলে আসছে। কবির ভাষায়, অনন্তের বাণী তুমি/ বসন্তের মাধুরী-উৎসবে, আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে। বঞ্জুলনিকুঞ্জতলে / সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে, চঞ্চল অঞ্চলগন্ধে / বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে। মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জনকল্লোল, আন্দালিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদয়হিন্দোল। নয়নপল্লবে হাসি/হিল্লোলি উঠিবে ভাসি, মিলনমল্লিকামাল্য পরাইবে পরানবল্লভে। এই দিনে মানুষেরা একে অপরের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ মিটমাট করে ফেলে, এই দিনে তারা এসব ঝগড়া বিবাদ ভুলে যায় ও ক্ষমা করে দেয়। তারা পুরনো ঋণ ক্ষমা করে দেয়, এবং নতুন করে চুক্তি শুরু করে। হোলি উৎসব একই সাথে বসন্তের আগমন বার্তাও নিয়ে আসে। অনেকের কাছে এটা নতুন বছরের শুরুকে নির্দেশ করে। এটি মানুষের জন্য ঋতু পরিবর্তনকে উপভোগ করা ও নতুন বন্ধু বানাবার বার্তাও বহন করে আনে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

শিরে সংক্রান্তি — ৯টির মধ্যে ৬টি জীবনদায়ী লক্ষ্মণরেখা আমরা পেরিয়েছি

রাহুল রায়

মুখপাত

পৃথিবীর ওপর মানুষের প্রভাব অনস্বীকার্য। আধুনিক সভ্যতায় মানুষের আধিপত্য ও ভোগবাদ প্রকৃতির সহজ স্বাস্থ্য ও নিয়ম-সীমাকে অগ্রাহ্য করে এই গ্রহের সমস্তরকম প্রণালীতে বড়সড় পরিবর্তন ঘটিয়ে একে নড়বড়ে করে তুলেছে। মানুষ যা ভোগ করে, সেগুলি বিভিন্ন গ্রহগত ব্যবস্থা (প্ল্যানেটারি সিস্টেম) থেকে আসে। এগুলি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।* ২০০৯ সালে স্টকহোম রেজিলিয়েন্স সেন্টার থেকে ২৯ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জোহান রকস্ট্রম-এর নেতৃত্বে আমাদের সামনে নয়টি লক্ষ্মণরেখা (প্লানেটরি বাউন্ডারিজ বা পিবি) তুলে ধরে চেতাবনি দেন, নিজেদের সর্বনাশের বিনিময়ে আমরা যেন কখনোই এগুলি না পেরোই। এগুলি পেরোলে পৃথিবীর জীবনদায়ী ব্যবস্থাটি নড়বড়ে হয়ে দ্রুত এগিয়ে আসবে শেষের-সে-দিন। এই নয়টি লক্ষ্মণরেখা হল- জলবায়ু পরিবর্তন, জীবমণ্ডলের অখণ্ডতা (জীববৈচিত্র্য হ্রাস), জৈব-ভূ-রাসায়নিক প্রবাহ (নাইট্রোজেন ও ফসফরাস চক্র), ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন, মিঠাজল ব্যবহার, সমুদ্রের অ্যাসিডীকরণ, বায়ুমণ্ডলে অ্যারোসল-এর বোঝা, স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোন হ্রাস এবং অভূতপূর্ব সত্তার (নভেল এনটিটিজ) সূচনা।

২০১৫ সালে রকস্ট্রম-রা এই ধারণাটিকে আরও পরিমার্জিত করে নয়টি পিবি-র মধ্যে সাতটি পিবি-কে মেপে জানিয়েছিলেন, আমরা এর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন, ভূমি-ব্যবস্থা পরিবর্তন এবং প্রজাতি বিনাশ -- এই চারটি লক্ষ্মণরেখা পেরিয়েছিলাম। বিগত ৩১ মে ২০২৩, নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত 'সেফ অ্যান্ড জাস্ট আর্থ সিস্টেম বাউন্ডারিজ' গবেষণাপত্রে জলবায়ু-বিজ্ঞানী জোহান রকস্ট্রম এবং তাঁর সহ-গবেষকরা জানিয়েছেন, এই গ্রহটির জীবনদায়ী ব্যবস্থাগুলির আটটির মধ্যে সাতটিই আর নিরাপদ (সেফ) ও ঠিকঠাক (জাস্ট) সীমায় নেই।**২০২৩ সালে এই নয়টি পিবি-কেই প্রথমবার মাপা হয়। দেখা গিয়েছিল, আমরা এর মধ্যেই ছয়টি লক্ষ্মণরেখা পেরিয়েছি। এর পরিণামে গ্রহটির সহনশীলতা ও সুস্থিতির অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হচ্ছে।*

বিপদ ঠিক কোথায়

জয়িতা গুপ্ত সহ ৬০ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর 'ল্যানসেট' পত্রিকায় প্রকাশিত (অক্টোবর, ২০২৪) গবেষণামূলক প্রতিবেদন 'আ জাস্ট ওয়ার্ল্ড অন আ সেফ প্ল্যানেট আ ল্যানসেট প্ল্যানেটারি হেল্থ-আর্থ কমিশন রিপোর্ট অন আর্থ-সিস্টেম বাউন্ডারিজ, ট্রান্সলেশনস্ অ্যান্ড ট্রান্সফর্মেশনস্' জানিয়েছে, যে-ছয়টি লক্ষ্মণরেখা আমরা পেরিয়েছি, তার মধ্যে চারটি -- জলবায়ু পরিবর্তন, জীবমণ্ডলের অখণ্ডতা, জৈব-ভূ-রাসায়নিক প্রবাহ এবং ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন -- অত্যন্ত উদ্বেগের। গ্রিনহাউস গ্যাসের (বিশেষত কার্বনডাইঅক্সাইড) ক্রমবর্ধমান পরিমাণ ভূ-উষ্ণায়ন বাড়িয়ে তুলছে। ফলে চরম আবহাওয়াজনিত নানান ঘটনা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে, আর্থিক বিচারে যার ক্ষয়ক্ষতির মূল্য অসীম। বিগত পঞ্চাশ বছরে আবিশ্ব ১২,০০০ বিপর্যয় ঘটেছে চরম আবহাওয়া, জলবায়ু এবং জল-সম্পর্কিত নানান কারণে। এতে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের প্রাণ গিয়েছে বলে 'ইন্টার গভর্মেন্টাল সায়েন্স-পলিসি প্লাটফর্ম অন বায়োডাইভারসিটি অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস' (আইপিবিইএস) জানিয়েছে। ক্রমবর্ধমান ভূ-উষ্ণায়নে অপরিবর্তনীয়ভাবে মেরুর বরফ গলে সমুদ্রতল বাড়ছে; সমুদ্রজলের অম্লতা চরম সীমায় পৌঁছেছে। আবিশ্ব জলবায়ুর ধরন পাল্টাচ্ছে। প্রজাতি-বিনাশের হার প্রকৃতির স্বাভাবিক বিনাশ হারের তুলনায় ১০০০ গুণ বেড়েছে। আইপিবিইএস-এর হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীর ১০ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ বিলুপ্ত হওয়ার মুখে। বাস্তুতন্ত্রের সহনশীলতা ও কার্যক্ষমতা কমে আসায় পরাগমিলন, জলশোধন এবং কার্বনকে আলাদা করে দেওয়ার (সিকোয়েস্ট্রেশন) মতো জরুরি প্রাকৃতিক পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটছে। জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং বাস্তুতন্ত্রের অবনমনে খাদ্যজাল (ফুড ওয়েব) বিঘ্নিত হয়ে প্রকৃতির জীবনদায়ী ক্ষমতা কমে আসতে পারে। বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবা কমে গেলে কৃষিজ উৎপাদন ও মিঠাজল প্রাপ্তিতে তার গভীর প্রভাব পড়বে।

কৃষিতে অত্যন্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস চক্র ব্যাহত হচ্ছে, জলদূষণ ঘটছে, ইউট্রোফিকেশন হচ্ছে, কৃষিখেত থেকে নাইট্রোজেন জলে ধুয়ে জলমণ্ডলে মিশে অত্যধিক শ্যাওলার সৃষ্টি (অ্যালগাল ব্লুম) হচ্ছে, জলে অক্সিজেন অবসন্নতা (স্যাগ) দেখা দিচ্ছে এবং জলমণ্ডলে মৃত অঞ্চলের (ডেড জোন) সৃষ্টি হচ্ছে। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয়ে মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে তার প্রভাব পড়ায় খাদ্যসুরক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। অর্থনীতিতেও এ ঘটনা গভীর প্রভাব ফেলছে। ব্যাপক বনভূমি ধ্বংস, নগরায়ন এবং কৃষির বিস্তারের ফলে ভূমি ব্যবহারের ধরন পরিবর্তিত হয়ে নানান প্রজাতির বাসভূমি ধ্বংস হচ্ছে এবং কার্বন সঞ্চয়ের ক্ষমতা ক্রমশ কমছে।

বর্ধিত দূষণ এবং জলবায়ুজনিত নানান ঘটনায় শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে। রোগবালাই, এমনকি মহামারীর প্রাদুর্ভাব বাড়বে। পরিবেশ অবনবনের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি দেখা দেবে। এর ফলে মানুষের মধ্যে সংঘাত ও স্থানচ্যুতি ঘটবে। ফলে সামাজিক অস্থিরতা বাড়বে।

টেকসই পথের খোঁজে

গভীর উদ্বেগজনক এমন পরিস্থিতির মোকাবিলায় আমাদের সকল রাষ্ট্রনেতা ও নীতি-নির্ধারকদের একযোগে আবিশ্ব কিছু কর্মসূচি রূপায়ন এখনই করতে হবে। প্রথমেই যে কাজটি অতি জরুরি তা হল, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কঠোর গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে নির্মল শক্তিতে রূপান্তরের দিকে এগোতে হবে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সুরক্ষিত অঞ্চল গড়ে প্রজাতিদের নষ্ট হওয়া আবাসস্থল ফিরিয়ে দিতে হবে। বন্যপ্রাণীদের চোরাশিকার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব কৃষিপদ্ধতির মাধ্যমে পরিপোষক দূষণ (নিউট্রিয়েন্ট পলিউশন) কমাতে হবে। সর্বোপরি গ্রহটির জীবনদায়ী ব্যবস্থাগুলিকে টিকিয়ে রাখতে সামগ্রিকভাবে সমন্বয়কারী নানান নীতি ও কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

বসুন্ধরার টেকসই জীবনদায়ী ব্যবস্থা ফিরে পেতে মানব সমাজের সকল ক্ষেত্রে এক রূপান্তর প্রয়োজন। কার্বন ধরে তাকে মজুত করার (কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড স্টোরেজ) মতো সবুজ-প্রযুক্তিতে লগ্নি এবং টেকসই উপকরণের উন্নতি পরিবেশের উপর নানান প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে। পিবি-গুলি সম্পর্কে জ্ঞান এবং জনসচেতনতা বাড়িয়ে ভোগবাদ-এর বিকল্প এক যাপনশৈলী পৃথিবীজুড়ে গড়ে তুলতে হবে। রকস্ট্রম বলছেন, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, বায়ু দূষণ এবং সার দূষণ কঠোরভাবে ঠেকানো না যাওয়ায় বাকি সব কিছু ক্রমশ বিপদজনক জায়গায় চলে যাচ্ছে। বসুন্ধরার সুস্থতার জন্য নয়টি পিবি-রই যথাযথ বজায় থাকা অপরিহার্য। এর জন্য বিশ্বজুড়ে দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে এক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আশু প্রয়োজন, যেখানে চক্রাকার অর্থনীতির (সার্কুলার ইকোনমি) মাধ্যমে বর্জ্যভার কমিয়ে এক টেকসই উন্নয়নের দিকে এগোনো হবে। চক্রাকার অর্থনীতির মূল কথা হল, নিখাদ বা বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার যথাসম্ভব কমানো। এখানে যে বর্জ্যের সৃষ্টি হয়, তাকেও সম্পদ হিসেবে ধরা হয়। এসব সিদ্ধান্ত ও কাজ আমাদের ফেলে রাখলে চলবে না। কারণ আজকের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলিই আগামীকালের গতিপথ নির্ধারণ করবে।

গভীর অশনি সংকেত

মানুষ এই প্রাকৃতিক তন্ত্র বা ব্যবস্থার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম যেহেতু এই প্রাকৃতিক তন্ত্রের মধ্যেই ঘটে, টেকসই ব্যবস্থার বিষয়টি তাই এক সামাজিক-বাস্তুতান্ত্রিক পরিণতি। এরা একে অপরকে প্রভাবিত করে। পরিবেশের ভারসাম্য, মানুষের ভালমন্দ এবং তার অর্থনৈতিক কাজকর্ম একান্তভাবেই এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও পরিচালন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। গ্রহটিতে এখনও জীবাশ্ম-জ্বালানি পোড়ানো হচ্ছে, সিন্থেটিক রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদিত হচ্ছে, বনভূমি কাটা পড়ছে, বেশ কিছু বাস্তুতন্ত্র প্রায় ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, কিছু বাস্তুতন্ত্রের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটেছে, নির্বিচারে ভৌমজল তোলা হচ্ছে, নদীগুলির মৃত্যু ঘটছে এবং রাসায়নিক সার, প্লাস্টিক, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, ভারী ধাতু এবং অ্যান্টিবায়োটিক-এ পরিবেশ দূষণ ঘটে চলেছে। নানান রোগ ও অতিমারী ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। ফলে বিপন্ন হচ্ছে মানবসভ্যতা ও তার অস্তিত্ব। এটিও ঘটছে প্রাকৃতিক নিয়মেই।

পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৮০০ কোটি। জনতত্ত্ববিদরা বলছেন, ২০৫০ সালে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা হবে ৯৮০ কোটি। পৃথিবীতে জনসংখ্যা যত বাড়বে, তাদের টিকে থাকার জন্য ততই প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন হবে। আর এখানেই এই সসীম সম্পদ ভোগের ধরনের প্রশ্নটি ওঠে। পৃথিবীর সবাই যদি আমেরিকার মানুষের (৩৩.৬ কোটি) ভোগবাদী যাপনের মতো নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করতে চায়, তাহলে মানুষের ৫টি পৃথিবী লাগবে বলে আর্থ ওভারশ্যুট ডে জানাচ্ছে। আর অস্ট্রেলিয়ার মানুষের (২.৬ কোটি) মতো জীবনযাপনে লাগবে ৪.৫টি পৃথিবী। ভারতবাসীর (১৪৩ কোটি ছুঁইছুঁই) মতো যাপনে দরকার ০.৮টি পৃথিবী। ভাবলে অবাক হতে হয়, আজ থেকে ৯৮ বছর আগে গান্ধিজি বলেছিলেন, তআধুনিক সভ্যতার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল অনির্দিষ্ট নানান চাহিদা।দ তিনি আরও বলেছিলেন, তউন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা যা কেবল পাশবিক ক্ষুধা বাড়িয়ে তোলে এবং নিজের সুখের খোঁজে পৃথিবীকে শেষ করে ফেলে, তাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি। যদি আধুনিক সভ্যতা এসবের পক্ষে দাঁড়ায়, যেরকম আমি একে দেখেছি, তবে আমি বলব এই সভ্যতা পৈশাচিক (স্যাটানিক)।দ পৃথিবীজুড়ে সসীম প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য বন্টন না হলে, বিবেচনাশূন্য উন্নয়ন ও অসীম ভোগবাদের কানাগলিতে সোনার হরিণের পিছনে ছুটে 'পরিবেশীয় পদচিহ্ন' কেবলই বাড়বে বই কমবে না।

বিজ্ঞানীরাও পইপই করে দীর্ঘকাল আমাদের জানিয়েছেন যে, গ্রহটির অবস্থা সঙ্কটজনক। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে নানান চেতাবনিও দিয়েছেন। কিন্তু তাতে আমরা কান দিইনি। গ্রহটিকে রক্ষা করার ব্যাপারে নিজেদের দেওয়া কথা কেউ রাখিনি। ভয় হয়, ও নিজেদের হঠকারী নানান কর্ম-কৃত নিয়তি আমাদের কালিদাসের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না তো!

আরামবাগে দোলের দিন নদীর জলে ডুবে পৃথক দুটি ঘটনায় মৃত ২ কিশোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দোলের দিনে পৃথক দু'টি ঘটনায় দুই কিশোরের মৃত্যু হল নদীর জলে ডুবে। পুরশুড়ার দামোদর ও আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদীতে ডুবে এদের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদীতে মৃত্যু হয়েছে উজান হাটির ও পুরশুড়ার দামোদর নদীতে মৃত্যু হয়েছে সাগর আদক নামে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। দু'জনেরই বয়স ১৬। দু'টো ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ দু'টি দেহই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। জানা গেছে, সদ্য মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তাই আনন্দে কয়েকদিন আগেই দোল খেলতে মামার বাড়ি পুরশুড়ায় এসেছিল বর্ধমানের জামালপুর থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সাগর আদক। কিন্তু এটাই যে তার শেষ আসা মামারবাড়িতে তা জানতই না। বেশ কয়েকদিন আগে এসেছিল ভাগ্না সাগর। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল। মামার বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে দোল খেলে পার্শ্ববর্তী দামোদর নদীতে স্নান করতে নেমেছিল সে। কিন্তু কখন যে তলিয়ে যায় তা কেউই জানতে পারেনি। জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর স্থানীয়দের গিয়ে বন্ধুরা জানায়। এরপর পুরশুড়া থানার ওসি শুভজিৎ দে সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে ও ঘটনাস্থল থেকে তার দেহ উদ্ধার করে শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার হরগোবিন্দপুর গ্রামে। মামার বাড়ি পুরশুড়া থানার দাসপাড়ায়। এদিকে মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। অপর ঘটনায় দোলের দিন দুপুরে আরামবাগেও ঘটে গেল বড় অঘটন। নদীর জলে স্নান করতে নেমে অসাবধানবশত জলে তলিয়ে মৃত্যু হল এক নাবালকের। আরামবাগ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের দৌলতপুর রেল সেতু সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদে সে স্নান করতে নেমেছিল। কিন্তু সে আর উঠতে পারেনি। তার বাড়ি আরামবাগের দৌলতপুরের উত্তর মাঝি পাড়ায়। এদিন হোলি খেলে দৌলতপুরের রেল সেতুর নিচে স্নান করতে গিয়েছিল এবং তার পরেই ঘটে এই দুর্ঘটনা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় এলাকাবাসী সহ পুলিশ কর্মীরা। এরপর তাদের তৎপরতায় নদীর জল থেকে উজান হাটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত উজানের এক কাকা জগন্নাথ হাটি ও এক প্রতিবেশী মানিক হাটি বলেন, দোল খেলার পর চার পাঁচ জন মিলেই স্নান করতে নেমেছিল। কিন্তু কখন যে গভীরে তলিয়ে যায় কেউই জানতে পারেনি। খোঁজাখুঁজির পর তার দেহ দেখতে পায় এলাকার বাসিন্দারাই। পুরশুড়াতেও মৃতের আত্মীয়রা জানায়, দোল খেলার জন্য সে মামার বাড়ি এসেছিল। পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছিল। তাই আনন্দটাও ছিল বেশি। কিন্তু এই আনন্দ যে দুঃখের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে কে জানত। পুলিশ এসে তার দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ডিজিটাল অ্যারেস্টের শিকার হয়েও খোয়ানো অর্থ ফিরে পেলেন বনগাঁর বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব খুইয়েছিলেন বৃদ্ধ, আর সেই খোয়ানো অর্থ ফেরালো বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানা। অভিযোগ, ৮০ ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধকে জানানো হয়েছিল আপনার বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা হয়েছে মামলা থেকে মুক্তি পেতে দিতে হবে মোটা টাকা, এমনই ফোন পেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন ওই বৃদ্ধ। এভাবেই ডিজিটাল অ্যারেস্ট হন গোপালনগর থানার বৈরামপুরের নির্মল সরকার। প্রতারকদের কথামতো সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে তাদেরকে দেন নির্মল। অভিযোগ পেয়ে সেই টাকা ফেরালো বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার হাতে টাকা তুলে দেওয়া হয়। নির্মল বাবু জানিয়েছেন, জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে তার কাছে একটি ভিডিও কল আসে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি পুলিশ পরিচয় দিয়ে জানায় তার নামে দিল্লি হাইকোর্টে একটি মামলা হয়েছে। সেই মামলায় তাকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হল।ফোন পেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন নির্মল বাবু। মামলা থেকে নিষ্পত্তি চান তিনি। তখন তাকে জানানো হয় এই মামলা থেকে নিষ্পত্তি পেতে হলে তাকে দিতে হবে সাড়ে চার লক্ষ টাকা। প্রতারকদের ফাঁদে পা দিয়ে তাদের কথামতো টাকা দিতে রাজি হন তিনি। পরবর্তীতে তাকে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়া হয়। সেই নম্বরে সাড়ে চার লক্ষ টাকা পাঠান নির্মল। টাকা দেওয়ার কিছু দিন পর তার হুঁশ ফেরে তিনি বুঝতে পারেন প্রতারণার শিকার হয়েছেন। পরবর্তীতে বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানার থানায় বিষয়টি নিয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। খোয়া যাওয়া টাকা ফিরে পেয়ে পুলিশের কাজের প্রশংসা করে তাদের ধন্যবাদ জানান নির্মল সরকার।

সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরেই গোষ্ঠী কোন্দল বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্য বিজেপির নবনির্বাচিত জেলার সভাপতি ঘোষণার পর বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। ২০২৬ শে'র বিধানসভা নির্বাচনে ২৬টি আসন পাবে না বিজেপি, দাবি রাজ্য কমিটির কনভেনার দীপক সরকারের। গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপির নবনির্বাচিত বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি।

বসিরহাট কাছারিপাড়া বিবেকানন্দ মোড়ে রাজ্য বিজেপি বাঁচাও মঞ্চর পক্ষ থেকে অবস্থান প্রতিবাদ করা হয় শনিবার। আগামী ২০২৬ এ বিধানসভা নির্বাচনের রাজ্য বিজেপি ২৬ সিট পাবে না চ্যালেঞ্জ রাজ্য বিজেপি বাঁচাও মঞ্চের সদস্যদের। রাজ্যে ইতিমধ্যে ২৫টা জেলায় বিজেপির নবনির্বাচিত জেলা সভাপতি নাম ঘোষণা করেছে রাজ্য বিজেপি। তারপর থেকেই প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। রাজ্য বিজেপি বাঁচাও কমিটির কনভেনার দীপক সরকার তিনি বলেন, নির্বাচন না করে চুপি চুপি জল মিশিয়ে ইচ্ছামতো সভাপতি নির্বাচন করেছে। যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তারাই বর্তমানে সভাপতি হয়েছে। দলের প্রকৃত বিজেপি, যারা পুরনো তাদেরকে সামনের সারিতে আনা হচ্ছে না। যেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা যেখানে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের সন্দেশখালি প্রতিবাদ আন্দোলন রাজ্য দেশ এমনকী বিদেশের মাটিতে আচরে পড়েছিল। সেই প্রতিবাদীদের একজনকেও মণ্ডল সভাপতি করেনি। এমনকি তাদের সম্মান দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে যে মহিলাদের আন্দোলন বারবার সামনের সারিতে এনে ২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি লড়াই করেছিল। সেই জায়গায় একজনকেও মহিলাকে মণ্ডল সভাপতি করেনি। পছন্দের লোককে মণ্ডল সভাপতি করেছেন। এতে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আরও ভরাডুবি হবে বলে তিনি দাবি করেন। পাশাপাশি বলেন নির্বাচন ছাড়াই চুপিসারে এই মণ্ডল ও জেলা সভাপতি করা হয়েছে তাতে আখেরে বিজেপির ক্ষতি হল।

খোদ রাজ্য বিজেপির সদস্য ও বিজেপি বাঁচাও কমিটির কনভেনার তিনি বলেন, ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ২৬ টি আসন পাবে না। এরপরে আমরা রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তর মুরলি ধর সেনে বিক্ষোভ প্রতিবাদ জানাব। বিজেপি বাঁচাও কমিটি করে বিজেপিকে রক্ষা করার ডাক দিয়ে তিনি আন্দোলন প্রতিবাদ কর্মসূচি করছেন। দলের বিরুদ্ধে একাধিক বার তিনি মুখ খুলেছেন। পাশাপাশি বলেন, পুরনো বিজেপি নেতাকর্মী সমর্থকরা এদের সঙ্গে নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি, ওবিসি সেলের সাধারণ সম্পাদক সুরেশ মণ্ডল বলেন, ধর্মের বিভাজন তারপরে সাম্প্রদায়কে উসকে দিয়ে বিভাজন তৈরি হচ্ছে। এদের কোনও সংগঠন নেই এদের বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভালো।

মা ও তার ৫ বছরের মেয়েকে ধর্ষণের হুমকি, পুলিশের দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: মা ও তার পাঁচ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করার হুমকি। আতঙ্কে ঘরবন্দি মা, স্কুল বন্ধ বছর পাঁচেকের মেয়ের। থানায় দ্বারস্থ ব্যবসায়ী বাবা। অভিযোগ পুলিশ কোনও সহযোগিতা করছে না। ঘটনাটি ঘটেছে স্বরূপনগর থানার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। অভিযোগ, ব্যবসায়ী উজ্জ্বল গাজীকে ফোন করে হুমকি দেওয় আক্তারুল শেখ নামে এক দুষ্কৃতী। ব্যবসায়ীর স্ত্রী ও তার পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করা হবে সঙ্গে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ী উজ্জ্বল গাজী পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযুক্ত আক্তারুল শেখের হাকিমপুর এলাকায় বাড়ি। তিনি অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গেছে। উজ্জ্বলের সঙ্গে তার কোনও শত্রুতা না থাকার পরেও কেন এমন হুমকি দেওয়া হল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ধরনের হুমকিতে কার্যত দিশেহারা পরিবার। উজ্জ্বল গাজীর নাবালিকা পাঁচ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করার হুমকি পাওয়ার পর তার কার্যত স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে বাবা। ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল কেন স্কুলে যাচ্ছে না জানতে চেয়ে শিক্ষকরাও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারাও কার্যত হুমকির অভিযোগ পেয়ে তার পরিবারের সঙ্গে থানার দারস্থ হয়।

আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক গৃহবধূ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের অন্তর্গত ছত্রহাটি এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই গৃহবধূর নাম পলি মার্ডি (৩১)। তাঁর স্বামীর নাম মিল্টন টুডু।

২০২৬-এ হিন্দু ভোট এককাট্টা করতে মরিয়া বিজেপি, শুরু দেওয়াল লিখন

কটাক্ষ তৃণমূল ও বামেদের

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুটি আসনেই জয়লাভের পাশাপাশি ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ১২ টি আসনের মধ্যে ৮ টিতে জয় ছিনিয়ে নেয় পদ্মফুল শিবির। কিন্তু পরবর্তীতে নিজেদের সেই জয়ের ধারা ধরে রাখতে পারেনি বিজেপি। দুই বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি পঞ্চায়েত, পুরসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে অনেকাংশেই নিজেদের জমি হারাতে হয় বিজেপিকে। এই পরিস্থিতিতে আগামী ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। আর সেই লক্ষ্যে বহু আগে থেকেই প্রচারে নেমে পড়ল বিজেপি। হিন্দু ভোট এককাট্টা করে নিজেদের পক্ষে টানতে পারলেই ২০২৬ এ কেল্লাফতে করা সম্ভব তা বুঝতে পেরে এখন থেকেই হিন্দু ভোটকে পাখির চোখ করে তুলছে বিজেপি। বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল লিখন করে হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করার ডাক দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ইস্যুকে সামনে রেখে গ্রামে গ্রামে চলছে প্রচারও। বিজেপির দাবি, রাজ্যের শাসক দল যেভাবে বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে তোষণ করে চলেছে তাতে ক্ষুব্ধ হিন্দু সম্প্রদায়। সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে। বিজেপির এমন কর্মকাণ্ডকে অবশ্য বিশেষ আমল দিতে নারাজ তৃণমূল ও বামেরা। তৃণমূলের দাবি, সংবাদ মাধ্যমের প্রচারে আসার জন্যেই এসব করছে পদ্মফুল শিবির। বিজেপি যাই করুক ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে শেষ হাসি হাসবে তৃণমূলই। অন্যদিকে বামেদের দাবি, ধর্ম নিয়ে এ রাজ্যের রাজনীতিতে তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরকে দোষারোপ পাল্টা দোষারোপ করছে। আসলে ওই দুটি দল একই গোডাউনের দুটি পৃথক শোরুম।

পাণ্ডবেশ্বরের ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল চালক ও খালাসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: ফের জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল চালক।

পাণ্ডবেশ্বরের ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের দুর্ঘটনার প্রবণতা নিয়মিত বেড়েই চলেছে। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর যেভাবে গবাদিপশুর অবাধ বিচরণ তাতে নিত্যদিন কোনও না কোনও ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। শনিবারের সাত সকালে হোলির দিন ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনার শিকার একটি ১২ চাকা পাথর বোঝাই লরি। সৌভাগ্যবশত প্রাণে বাঁচল চালক ও খালাসি।

শনিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ একটি পাথর বোঝাই ১২ চাকা লরি বীরভূমের দিক থেকে রানিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল আর সেই সময় ঘটে এই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা তীব্রতা এতটাই ছিল যে লরিটির সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় লরিটি বীরভূমের দিক থেকে রানিগঞ্জের দিকে আসার সময় প্রচন্ড গতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাণ্ডবেশ্বরের ডিভিসি মোড় সংলগ্ন পেট্রোল পাম্পের সামনে একাধিক ডিভাইডারে ধাক্কা মারে ও পরে একটা বৈদ্যুতিক খুঁটিতেও ধাক্কা মারে। ঘটনায় লরিটির সামনের অংশ একেবারে ভেঙে যায়। সৌভাগ্যবশত বেঁচে যায় লরির চালক ও খালাসি। লরির চালক অল্প বিস্তর চোট পায় বলে জানা গিয়েছে।

শনিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ এই ঘটনা হওয়ায় বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল স্থানীয়রা। কেননা এই এলাকাটিতে একেবারে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি দোকান। এছাড়াও রয়েছে পেট্রোল পাম্প, প্রত্যেকদিন এই রাস্তায় বহু মানুষ যাতায়াত করেন। একটু বেলার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটলে বড়সড় আকার নিতে পারত। তবে পাণ্ডবেশ্বর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বারংবার এই দুর্ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

ঝাড়গ্রামে জমজমাট বসন্ত হলুদ উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের আস্থা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং জঙ্গলমহল উদ্যোগের যৌথ প্রয়াসে শহরের রবীন্দ্র পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে বসন্ত হলুদ উৎসব। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এই দু'দিনের অনুষ্ঠানে নাচ গান ও কবিতা পরিবেশন করেন ঝাড়গ্রাম শহর সহ জেলার বিভিন্ন এলাকার শিল্পীরা। বৃহস্পতিবার বিকেলে সারা বাংলা বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। শুক্রবার সকালে শহরের পাঁচমাথা মোড়, শিব মন্দির, সুভাষ পার্ক এলাকায় প্রভাতফেরিতে যোগ দেন শহরের বিভিন্ন নৃত্য গীতি সংস্থার শিক্ষার্থীরা। পলাশ ফুলে সুসজ্জিত হয়ে আবিরে আবিরে তারা রঙিন করে তোলে দোল উৎসবের সকাল। এরপর শালগাছ ভরা রবীন্দ্র পার্কের মঞ্চে গানের তালে তালে আবির খেলা শুরু হয়।

উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বসন্ত উৎসবে সম্পূর্ণ ভেষজ আবির ব্যবহার করা হবে।

সেই মতো উপচে পড়া রবীন্দ্র পার্কে ভেষজ আবিরের খেলায় মেতে উঠেন সকলেই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় এক হাজার মানুষকে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। আস্থা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং জঙ্গলমহল উদ্যোগের যৌথ প্রয়াসে এবছর পঞ্চম বর্ষের বসন্ত হলুদ উৎসব জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছে বলে ওই দুই সংস্থার সদস্য অশোক গরাই, দেবাশিস শিট ও পিনাকী প্রসাদ রায় জানিয়েছেন।

এন্ট্রান্স - ২০২৫
ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান এ্যাকাডেমি
ফুরসতগঞ্জ এয়ারফিল্ড, জেলা- আমেঠি (ইউ.পি.)-২২৯৩০২
(ভারত সরকারের বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা)
ISO 9001-2008 সার্টিফাইড
"স্বপ্নের ডানা সরবরাহ করা হয়"
ভারতের সেরা ফ্লাইং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে যোগ দিন

ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান এ্যাকাডেমি (IGRUA) -এর জন্য আবেদন আমন্ত্রণ জানিয়েছে :

১. শুরু থেকে কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স কোর্স, আগস্ট ২০২৫ থেকে শুরু হওয়ার জন্য নির্ধারিত দুটি ব্যাচে।
২. 'এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং' কোর্সটি ২০২৫ সালের জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে।

১. শুরু থেকে কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স কোর্সের জন্য যোগ্যতা:-
ইংরেজি, গণিত ও পদার্থবিদ্যায় ১০+২ বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং উপরোক্ত বিষয়গুলিতে ন্যূনতম নম্বর পেতে হবে। সাধারণ শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য ব্যক্তিগত বিষয়ে ৫০% এবং **এসসি, এসটি, ইডব্লিউএস এবং ওবিসি** (নন-ক্রিমি লেয়ার) শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য ৪৫%।
বৈবাহিক অবস্থা - সিঙ্গেল, অবিবাহিত, **উচ্চতা** - ন্যূনতম ১৫৮ সেমি। **বয়স:** সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ২৮ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর।
প্রশিক্ষণ ফি: ৪৫ লক্ষ টাকা এবং বোর্ডিং - থাকা-খাওয়ার খরচ এবং অন্যান্য খরচ অতিরিক্ত।

আইজিআরইউএ পাইলট প্রার্থীদের সিপিএল প্রশিক্ষণের সাথে বিএসসি এভিয়েশন ডিগ্রিও প্রদান করে: আইজিআরইউএতে সিপিএল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ৩ বছর মেয়াদ - মাত্র ৪০টি আসন।

২. এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের জন্য যোগ্যতা:-
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিত বা তার সমতুল্য বিষয়ে ১০+২ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে (রাজ্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা যেখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিত বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করা হয়েছে) সমতুল্য যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। ১০+২ এর সমতুল্যতা প্রমাণের জন্য, আবেদনকারীকে প্রযোজ্য বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি শংসাপত্র জমা দিতে হবে)। সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের জন্য উপরোক্ত পৃথক বিষয়গুলিতে প্রাপ্ত ন্যূনতম নম্বর ৫০% এবং **এসসি, এসটি, ইডব্লিউএস এবং ওবিসি** (নন-ক্রিমি লেয়ার) শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য ৪৫%।
প্রশিক্ষণ ফি: ৪.৫ লক্ষ টাকা এবং বোর্ডিং - থাকার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য খরচ অতিরিক্ত।

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ০২ মে ২০২৫ (অনলাইন মোডে ফি প্রদান)। অনলাইন পরীক্ষার তারিখ ২৪ মে ২০২৫।

বিস্তারিত তথ্য এবং আবেদনের ফর্ম্যাট ইত্যাদির জন্য অনুগ্রহ করে আইজিআরইউএ ওয়েবসাইট https://igrua.gov.in -এ 'এন্ট্রান্স' দেখুন অথবা আবেদন করতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

www.igrua.gov.in
☎ +৯১ (১১)২৪৬১৫৩৭০, ২৪৬৫৫৭৯৬
☎ +৯১ (৫৩৫)২৪৪১১৫০, ২৪৪১৫২৮, +৯১-৯৬৯৬২৩০৫৮৮
✉ helpdesk-exam@igrua.gov.in
✉ query-amesch@igrua.gov.in
CBC 03104/12/0002/2425

রাজ্যের নানা ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী একহাত নিলেন দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শুক্রবার খড়গপুর শহরে কর্মীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ হোলি খেলার পর সংবাদ মাধ্যমের সামনে রাজ্যের বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, রাজনীতিতে বিভিন্ন কারণে অনেক রকম মন্তব্য হয়ে থাকে। আমার মনে হয় সাধারণ মানুষের সব কিছু সতর্কভাবে দেখা উচিত। অনেকে অনেক কিছু বলেন, মুখ্যমন্ত্রীও অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলেন। কোনওটাতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত না। বিনা কারণে এত টেনশন করার দরকার নেই।

সাংবাদিকরা বলেন, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমি কোনও কিছু বললেই সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। বিরোধী দলনেতা এমন একটা মন্তব্য করেছে তারপরেও বিজেপি চুপ। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এসব শিখেছি। এগুলি ওনার রাজনীতি ও ওনার মন্তব্যেরই প্রতিফলন। উনি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তোষণ করে সেখান থেকে লাভ পেয়ে ক্ষমতায় রয়েছেন। অন্যরা যদি তাকে দেখে প্রতিক্রিয়া দেয় বা তাকে অনুকরণ করে তাতে এত চিন্তা করছেন কেন। ওনার দলের লোকেদের বলুন যেন টেনশন না বাড়ায়।

সম্প্রতি বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেছেন, আমাদের দল নিয়ে কোনও মন্তব্য করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন-উনি আর দল করছেন কেন তাহলে, এসব ছেড়ে মৌলবী হয়ে যান। ববি হাকিমের মতো ধর্ম প্রচার করুন। রাজনীতি কেন করতে এসেছেন! রাজনীতি করতে এলে সংবিধান মেনে করতে হবে। তার বাইরে কিছু করলে সরকার আছে কোর্ট আছে, তারা দেখবে। হুমায়ুন কবীর যে ঠিক বলেননি, তা তাকে শোকজ করা থেকেই পরিষ্কার হয়েছে। তাকে সাসপেন্ড করা উচিত, বহিষ্কারও করা উচিত।

যাদবপুর প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, যাদবপুর একটা ঐতিহ্যশালী পড়াশুনোর স্থান। রাজনীতি করা বা দাঙ্গা করার জায়গা নয়। আধিকারিক, মন্ত্রী, সাংবাদিক সকালেই সেখানে হেনস্তা হবে এটা আমরা আশা করি না। কমপক্ষে জেএনইউ দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিখুক। দম থাকলে সরকার শিক্ষাঙ্গণকে শান্তিপূর্ণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করুক। শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, এই ধরনের পাগলামো যাদের মাথায় আসে তারা রাজনীতি ছেড়ে দিন। ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে এই দোল উৎসব বা হোলি একটা বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেটাতে বিভিন্ন কারণে যারা বাধা তৈরি করতে আসছে সমাজ তাদের মেনে নেবে না। যাই হোক, আমি শুনলাম ব্যানার নাকি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দিলীপ ঘোষের সংযোজন, এসব সরিয়ে নিন না হলে আপনাদেরকে রাজনীতি থেকেই সরিয়ে দেওয়া হবে।

উত্তরপাড়ায় দোলযাত্রার উদযাপনে সামিল হলেন দিলীপ ঘোষ

খোয়াইয়ে বসন্ত উৎসবে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে চড়ালেন সুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ায় বিএ মাঠে দোলযাত্রার উদযাপনে যোগ দিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেখানেই শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি খোয়াইয়ে বসন্ত উৎসবে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সুর চড়ান দিলীপ। যাঁরা উৎসবে বাধা দেয় তাঁদের উল্টো করে ঝোলানো উচিত। ফের বেলাগাম দিলীপ ঘোষ। দোলের দিনও তুমুল বিতর্ক বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায়। শুধু উল্টো করে ঝোলানোই নয়, প্রকাশ্যে জুতো মারার নিদানও দিলেন। হুঙ্কারের সুরে তিনি বলেন, গোটা বীরভূমটা লুট হয়ে গেল। বালি-পাথর-কয়লা লুট হয়ে গেল। কার মাথায় এটা এসেছে যে হোলি খেললে পরিবেশ নষ্ট হয়, দূষণ হয় তাঁকে তো উল্টো করে টাঙানো উচিত। নয়তো আমি গিয়ে টাঙাব। এই ধরনের দুর্যোধনরা কলিযুগে আমাদের সংস্কৃতিকে অপবিত্র করছে। তাঁদের প্রকাশ্যে জুতো মারা উচিত। দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, উত্তরপ্রদেশে তো একমাস ধরে হোলি চলে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই উৎসব চালু করেছিলেন। এখন খবরে দেখলাম বন বিভাগ বলেছে এখানে হোলি খেলা যাবে না। এত লোক খেললে নাকি দূষণ হবে। আমি জানি না কার মাথায় এটা এসেছে। এত বড় স্পর্ধা কে করেছে জানি না।

পাল্টা খোঁচা দিয়েছে তৃণমূল। হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক তৃণমূল জেলা সাধারণ সম্পাদক অসিত মজুমদার বলেন, দিলীপ ঘোষ বাংলার জোকার। যে বলে গরুর দুধে সোনা পাওয়া যায়। তাঁর মুখে এইসবই মানায়। সে বলবে না তো কে বলবে! সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি খোয়াইয়ে বসন্ত উৎসবে বন দপ্তরের তরফে জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। বন দপ্তরের যুক্তি জঙ্গল এলাকায় প্রচুর মানুষের আনাগোনা ও রং খেলার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গাছ। পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক গাড়ি আসার ফলে পার্কিং করতে গিয়েও বন দপ্তরের জমি, গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সে কারণেই সেখানে দোল খেলা যাবে না। এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে চাপানউতোর চলছে পর্যটকদের মধ্যে। এরইমধ্যে দিলীপের মন্তব্যে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক।

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে...

(১) কচিকাচাদের সঙ্গে সিউড়িতে আবির খেলায় মাতলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।
(২) সিউড়ি তিলপাড়ায় হোলি উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে মন্দিরা নৃত্য কলা কেন্দ্রের শিল্পীরা।
(৩) সিউড়ি কলেজ পাড়ায় রেনবো ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত প্রভাত ফেরিতে খুদে নৃত্য শিল্পীরা।

আউশগ্রামের গড়কেল্লার আদুরিয়া জঙ্গলে আচমকা আগুন লাগায় উদ্বেগ

সাপ, ময়ূর-সহ বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষতির আশঙ্কা, উদাসীন প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের ঐতিহ্যের গড়কেল্লার আদুরিয়া জঙ্গল রয়েছে বেশ কয়েক হাজার হেক্টর জমি নিয়ে। গভীর সৌন্দর্যময় সেই অরণ্যভূমি। যেখানে ময়ূর-সহ বিভিন্ন প্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সেই ঐতিহ্যের জঙ্গলের একাধিক জায়গায় শুক্রবার থেকে আগুন লাগে। কয়েক হাজার বনাঞ্চল বসন্তের এমন দিনে অগ্নিদগ্ধ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে আকুলিয়া গ্রামের আসে পাশের জঙ্গল, কালিকাপুর, হেদগড়া জঙ্গলের কয়েক একর এলাকা। বেশ কয়েকদিন ধরে আগুনে জ্বললেও সম্পূর্ণ উদাসীন বনদপ্তর। দীর্ঘদিন এই জঙ্গল রক্ষায় লড়ছেন বিশিষ্ট লেখক রাধামাধব মণ্ডল। তিনি এবারও বসন্ত ঋতুর আগে জেলা পুলিশের ছোড়া ফাঁড়ির ওসি ত্রিদিব রাজকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালিয়ে ছিলেন। সেই প্রচারে শেষ মুহূর্তে এসে অংশ নেয় বনদপ্তর। তবুও কেন শেষ রক্ষা হল না। উঠছে প্রশ্ন।

জেলা বনদপ্তরের কাছে লেখক রাধামাধব মণ্ডল উদ্যোগী হয়ে বার বার চিঠি পাঠিয়ে বলা সত্ত্বেও তেমন কোনো নজরদারির ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি জলের ট্যাঙ্ক। ফলে পরিকাঠামো নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। এত বড় জঙ্গল, কি ভাবে আগুন লাগলে নেভানো সম্ভব। তা ঠিক করতে পারছে না আদুরিয়া বিট। পানাগড় রেঞ্জের আধিকারিকেরও এই বিষয়ে তেমন কোনো হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। জলের ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা তো করেইনি জেলা ডিএফও। করেনি আগুন নিরোধক গ্যাসের ট্যাঙ্কের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও। আগুন নেভানোর জন্য বড় অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ছে আদুরিয়া বিটের কর্মীরা। বেশ কয়েক দিন ধরেই জ্বলছে মোড়বাঁধ থেকে ১১ মাইল যাওয়া বা আসার পথে আকুলিয়া, কালিকাপুর, হেদগড়া জঙ্গল সংলগ্ন একাধিক এলাকা। জায়গায় জায়গায় আগুনে পুড়ে ছাই কয়েক হাজার হেক্টর জঙ্গল। স্থানীয় লেখক রাধামাধব মণ্ডলের আশঙ্কা এই আগুন লাগার ফলে ময়ূর ও সাপের মৃত্যু হতে পারে। বনদপ্তরের জেলা সদর সম্পূর্ণ উদাসীন, বার বার বলা সত্ত্বেও কোনো রকম ভূমিকা নেয়নি বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। বিগত দশ বছরে এমন আগুন লাগেনি। নিজের চোখে দেখে আশ্চর্য হয়েছি। শুধু একটা, দুটো বোর্ড দেওয়াই সার। কোনো টহলদারি নেই বনদপ্তরের। ফলে পিডাব্লিউডি রাস্তার উপর থেকেই আগুন লাগানো হয়েছে। তিন চার দিন ধরে জ্বলছে। এখনও জ্বলছে কোথাও কোথাও। এবিষয়ে পানাগর রেঞ্জের রেঞ্জার প্রণব কুমার দাস বলেন, পাতা ঝরার সময় প্রত্যেক বছর কিছু জঙ্গল দেখাশোনার জন্য স্থানীয় মানুষ নিয়োগ করা হত। কিন্তু এখন সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহৃত ফায়ার ব্লয়ার সহ নানান যন্ত্রপাতি প্রয়োজনের তুলনায় কম রয়েছে। ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে একটু সমস্যা হচ্ছে। এই বিষয়ে অদুরিয়া বিটের বন অধিকারিক পিনাকী ভট্টাচার্য বলেন, কিছু অসাধু মানুষ এই আগুন লাগিয়েছে। কিভাবে আগুন লাগল তা আমরা খতিয়ে দেখছি। আমাদের এলাকায় এক হেক্টর মতো জঙ্গলে আগুন লেগেছে। আমরা নজর রাখছি।

পরম্পরা মেনে আজও প্রতিপদের দোল উৎসব পালিত হয় জামালপুর ব্লকের নবগ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: রাধাকে গর্ভগৃহে রেখে গোপাল ঠাকুর পালকি চরে একাই যান রং খেলতে। সারা দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায় রং খেলে ঘরে ফিরলে, শ্রী রাধিকা অভিমানে দরজা খোলেন না বহুক্ষণ। অনুনয় বিনয় করে শ্রী রাধিকার মানভঞ্জন করে গোপাল ঠাকুরকে প্রবেশ করতে হয়। এই রীতি পরম্পরা মেনে আজও প্রতিপদের দোল উৎসব ও অনুষ্ঠান পালিত হয় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের নবগ্রামে। প্রায় ৬০০ বছরের ঐতিহ্য মেনে গোঁসাই মতে প্রতিপদে আয়োজিত এই দোল উৎসবকে ঘিরে মাতোয়ারা ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা। জানা যায়, প্রায় ৬০০ বছর আগে তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজার বাণিজ্য তরী আটকে যায় কংস নদীতে। আজকের নবগ্রাম এলাকা দিয়েই প্রবাহিত ছিল সেই সময় নদী। তরী আটকে যাওয়ায় স্থানীয় শ্যামদাস আচার্য স্বপ্নাদেশ পান গোপাল ঠাকুরের। রাজার কাছে থাকা গোপাল ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহারাজকে আবেদনও করেন। তখন নদীর তীরে পর্ণকুঠিরে গোপালের প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে মন্দির তৈরি হয় পাশেই। তখন থেকেই রাধা কৃষ্ণ থাকেন এই মন্দিরে। কিন্তু বছরের এই একটি দিনই দোল খেলতে গর্ভগৃহ থেকে সেই প্রথম যেখানে গোপালকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেই দোলমঞ্চে এসে হাজির হন একা গোপাল। গান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে পালকিতে চাপিয়ে আবির উড়িয়ে এলাকাবাসীরা নিয়ে আসেন গোপাল ঠাকুরকে। সারাদিন দোল মঞ্চে রেখে চলে উৎসব পর্ব। আবার সন্ধ্যাবেলা গান গেয়ে নাচতে নাচতে শ্রী গোপালকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় মন্দিরে। যে পথ দিয়ে গোপাল ঠাকুরকে আনা হয় দোল মঞ্চে তার ঘুর পথ দিয়ে মন্দিরে নিয়ে আসা হয় গোপালকে এটাই রীতি। আর এই রীতিতেই সামিল বাসিন্দারা। সারা দিনব্যাপী চলে আনন্দ উৎসব রং মাখামাখি। বহু বছরের প্রাচীন রীতি মেনে প্রতিবারের মতো এবারও প্রতিপদে দোল উৎসব পালিত হল জামালপুরের নবগ্রামে। সন্ধ্যা বেলা গোপালকে মন্দিরে ফিরিয়ে দেওয়ার পর অন্ন ভোগেরও আয়োজন করা হয়। হাজার খানেক মানুষ সেই অন্নভোগে অংশগ্রহণ করেন। এই উৎসবকে ঘিরেই মাতোয়ারা অঞ্চলের বাসিন্দারা।

ব্যবসায়ী-সহ তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ অভিযুক্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: হোলির দিনে দোকান না খোলায় ব্যবসায়ীকে মারধর, দোকানে ভাঙচুর ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের প্রধান ও তার মদ্যপ অনুগামীদের বিরুদ্ধে। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা কৃষক বাজারের সামনে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের পার্টি অফিসের উল্টোদিকের দোকানে প্রতিদিন মদ্যপান করে প্রধানের অনুগামীরা। সাম্প্রতিক দোকানের সামনে বসতে বারণ করেছিল দোকানের মালিক। হোলির দিন কেন দোকান খোলেনি সেই আক্রোশে দোকানের মালিক রাজু বিশ্বাস ঘর থেকে বেরোতেই তাকে ধরে হেনস্তার অভিযোগ। প্রতিবাদ করতে গেলে প্রধানের অনুগামীরা একত্রিত হয়ে রাজু বিশ্বাসকে মারধর করে বলে অভিযোগ। রাজুকে বাঁচাতে গেলে তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়। বাড়ির উদ্দেশ্য করে বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জিত সরদার ইট নিয়ে আক্রমণ করে, তার ছোড়া ইট ওই মহিলার লাগে বলেও অভিযোগ। ভাঙচুর করা হয় রাজু বিশ্বাসের দোকান। এই বিষয়ে বাগদা থানার দ্বারস্থ হয়েছে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। অভিযোগকারী অন্তঃসত্ত্বা মহিলা অভিযোগ তার বাড়ির সামনের দোকানে বিভিন্ন সময় মদ্যপান করে গালাগাল করে প্রধানের অনুগামীরা। শুক্রবার তার স্বামীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করে স্বামী প্রতিবাদ করলেই তাকে মারধর শুরু করে। তিনি ঠেকাতে গেলে তাকে ধাক্কা মারা হয়। পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম অভিযুক্ত শুভেন্দু মণ্ডল। শুভেন্দু দাবি করেন একজন প্রতিবন্ধী ছেলেকে মারধর করছিল দোকান মালিক তিনি ঠেকাতে গেলে তাকেও মারধর করে বলে অভিযোগ। তিনিও পাল্টা থানায় অভিযোগ করেছেন রাজুর বিরুদ্ধে। যদিও এই বিষয়ে বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিযুক্ত প্রধান সঞ্জিত সরদারের কোনও বক্তব্য দিতে চাননি। এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, আমরা বিষয়টি শুনেছি। পুলিশ তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের ঝিকরডাঙা গ্রামে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা গেল এক ব্যক্তি। ঘটনায় এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। শনিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি হলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার মাহাচান্দা অঞ্চলের মীরেপাড়া গ্রামের বাসিন্দা শেখ শান্তি, বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। শুক্রবার রাতে ঝিকরডাঙা গ্রাম থেকে মোটরবাইক নিয়ে ফেরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধান জমিতে পড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলে মারা যায়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তার দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ভাতার থানায়।

অভিমানে আত্মঘাতী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মায়ের বকুনি খেয়ে অভিমানে আত্মঘাতী এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের অন্তর্গত চকবলোরাম এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, মৃত পরীক্ষার্থীর নাম সংগীতা বর্মন (১৮)। তপন ব্লকে বাড়ি হলেও বালুরঘাটে পরিবারের সঙ্গে ফ্ল্যাটে থাকত সে। এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছিল সংগীতার। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যেই হোলির আনন্দে মেতে ছিল সংগীতা। এখনো দুটো পরীক্ষা বাকি ছিল সঙ্গীতার। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মাঝে রং খেলায় বকাবকি করে তাঁর মা। এরপরেই কীটনাশক খেয়ে অভিমানে আত্মঘাতী হয় সে। বিষয়টি সামনে আসতেই তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানায়। একমাত্র কন্যা সন্তানের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।

অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

বেআইনিভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

বনস্পতি দে ● জনাই

বেআইনিভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগে যুবককে গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। দোলের দিন হুগলি জেলার জনাই রোড স্টেশন থেকে গুলি ভরা বন্দুক-সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। 'অপারেশন সতর্ক' অভিযানে নেমে এই সাফল্য পেয়েছে জিআরপি এবং আরপিএফ। শনিবার রেল পুলিশের তরফে এই অস্ত্র উদ্ধারের কথা জানানো হয়েছে।

দোল উপলক্ষে রেল স্টেশন চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করতেই রুটিন চেকিং চলছিল। সন্ধ্যায় জনাই রোড স্টেশনে ডিউটি করছিলেন ডানকুনি আরপিএফ পোস্টের হেড কনস্টেবল আর কে মণ্ডল। সেখানে ছিলেন কামারকুণ্ডু জিআরপি-র আধিকারিকরাও। রাত ৯টা নাগাদ জনাই রোড স্টেশনের ৩ এবং ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এক যুবকের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘিরে ধরে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। সেই তল্লাশির সময়ই উদ্ধার হয় অস্ত্র। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবকের থেকে একটি কান্ট্রি মেড পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি এবং ২টি ছুরি উদ্ধার হয়েছে। এর পাশাপাশি অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির ২টি ছবিও উদ্ধার হয়েছে ওই যুবকের ব্যাগ থেকে। ওই আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখার কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি ওই যুবক।

এই অস্ত্র নিয়ে কোন উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছিলেন, তা জানার জন্য অভিযুক্তকে জেরা করছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম রাজীব শিকদার। ২২ বছর বয়সি ওই যুবক হুগলি জেলার মগরা থানা এলাকার সুকান্তপল্লির বাসিন্দা।

বসন্ত উৎসবে যোগ দিতে এসে শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: নিজের সংসদীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ শ্রীরামপুরে একটি বসন্ত উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই শুভেন্দুকে আক্রমণ করে বসেন।

শুভেন্দু অধিকারীকে বড় চ্যালেঞ্জ তৃণমূল সাংসাদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কটাক্ষ করে বললেন, যারা রাজনীতিতে এসে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে তাঁরা কখনও নেতা হতে পারে না। শুভেন্দুকে দিল্লির অনেক বিজেপির নেতাই পছন্দ করছে না। নন্দীগ্রামে ওকে হারিয়ে ছাড়ব। বিধায়ক হিসেবে ওর মেয়াদ আর এক বছর। তারপর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে।

খোঁচা দিয়েই সাংসদ আরও বলেন, হাইকোর্টের আশীর্বাদ আছে বলে শুভেন্দু অধিকারী ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বড় বড় কথা বলছে। নাহলে ওর এতদিন জেলে থাকার দরকার ছিল। এরপরই একেবারে চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, এবার নন্দীগ্রামে ওকে হারিয়ে ছাড়ব। বিধায়ক হিসাবে ও আর এক বছর আছে। তারপর ও রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে।

ক্রিকেটের গ্র্যান্ড স্ল্যাম! আইপিএলের সঙ্গে টক্কর দিতে আসছে ৪৫০০ কোটির টি২০ লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বে টি-টোয়েন্টি লিগে সকলকে টেক্কা দিচ্ছে আইপিএল। এই প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য দেশের হয়েও খেলতে চান না বিদেশিরা। আইপিএলের সঙ্গে টক্কর দিতে আসছে আরও একটি টি-টোয়েন্টি লিগ। সৌদি আরবে একটি লিগ শুরু হতে চলেছে। তার জন্য ৪৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

সৌদি আরবের সংস্থা এসআরজে স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্টস এই লিগের প্রধান বিনিয়োগকারী। এই লিগ নিল ম্যাক্সওয়েলের মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের সংস্থার প্রাক্তন সদস্য। সেই সংস্থাই এই লিগের কথা প্রথম প্রস্তাব করেছিল। এই লিগ তৈরির প্রধান দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে। সেখান থেকে প্রাপ্ত অর্থ টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচাতে ও দুর্বল ক্রিকেট বোর্ডগুলিকে আর্থিক সাহায্য করতে ব্যবহার করা হবে।

এই লিগ কবে থেকে শুরু হবে তা এখনও জানা যায়নি। তবে জানা গিয়েছে, বছরের চারটি সময়ে চারটি আলাদা দেশে এই প্রতিযোগিতা হবে। অর্থাৎ, টেনিসে যেমন বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম হয়, তেমনই বছরে চার বার এই প্রতিযোগিতা হবে। সেখানে বিভিন্ন দেশের দল খেলবে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও প্রতিযোগিতা চলবে। সৌদি আরবে হতে পারে ফাইনাল। তবে কোন দেশের কতগুলি দল থাকবে তা-ও এখনও জানা যায়নি।

তবে এখনও অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড ও আইসিসির কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া বাকি রয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ। আইপিএলের সঙ্গে টক্কর নিতে এই লিগ করা হচ্ছে। আইপিএলের ব্র্যান্ড মূল্য ২৮ হাজার কোট টাকা। সেই তুলনায় এই লিগে বিনিয়োগ অনেক কম। পাশাপাশি এই লিগকে সফল হতে গেলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের প্রয়োজন পড়বে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সেই অনুমতি না-ও দিতে পারে। আইপিএলের পাশাপাশি আরও একটি লিগের অনুমতি আইসিসি দেবে কি না তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। ফলে সব প্রস্তুতি থাকলেও এই লিগের ভবিষ্যৎ এখনও নিশ্চিত নয়।

২২ মার্চ রেকর্ড গড়বেন কেকেআর নেতা রাহানে, ছাপিয়ে যাবেন ধোনি, শ্রেয়সকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২২ মার্চ থেকে শুরু আইপিএল। প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে গত বারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সেই ম্যাচ খেলতে নামলেই রেকর্ড গড়বেন কেকেআরের অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। তিনি ছাপিয়ে যাবেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ও শ্রেয়স আয়ারকে।

রাহানেই হবেন প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার যিনি তিনটি দলকে আইপিএলে নেতৃত্ব দেবেন। শুরুটা হয়েছিল ২০১৭ সালে। সে বার রাইজিং পুণে সুপারজায়ান্টের অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ একটি ম্যাচ খেলতে না পারায় অধিনায়কত্ব করেছিলেন রাহানে। পরে ২০১৮ সালে স্মিথ ও রাহানে দু'জনকেই কিনেছিল রাজস্থান রয়্যালস। স্মিথকে অধিনায়ক করেছিল তারা। কিন্তু 'স্যান্ডপেপারগেট' বিতর্কে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় এক বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল স্মিথকে। ফলে রাহানেকে অধিনায়ক করে রাজস্থান। পরের বার স্মিথ ফিরে এলে আবার তাঁকে অধিনায়ক করা হয়েছিল। কিন্তু সে বারও মরসুমের মাঝপথে স্মিথ দেশে ফিরে যান। ফলে আবার নেতৃত্বের দায়িত্ব নেন রাহানে।

এ বার নিলামে কেকেআর কিনেছে রাহানেকে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল বেঙ্কটেশ আয়ার অধিনায়ক হবেন। কিন্তু ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার ক্রিকেটারের বদলে দেড় কোটির রাহানের উপর ভরসা দেখিয়েছেন নাইট ম্যানেজমেন্ট। ফলে এ বার তৃতীয় একটি দলের নেতৃত্ব দেবেন রাহানে।

ভারতের দুই ক্রিকেটার আইপিএলে দু'টি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ধোনি ও শ্রেয়স। ধোনি চেন্নাই সুপার কিংসের পাশাপাশি রাইজিং পুণে সুপারজায়ান্টের অধিনায়ক ছিলেন। আর শ্রেয়স দিল্লি ক্যাপিটালস ও কেকেআরের অধিনায়কত্ব করেছেন। গত মরসুমে কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন তিনি। ফলে এ বার বাড়তি চাপ থাকবে রাহানের কাঁধে।

আইপিএল আরও তিন ক্রিকেটার রয়েছেন যাঁরা তিনটি দলের অধিনায়ক হয়েছেন। তবে তিন জনই বিদেশি। মাহেলা জয়বর্ধনে, কুমার সঙ্গকারা ও স্মিথ আইপিএলে তিনটি আলাদা দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেই তালিকায় প্রথম ভারতীয় হিসেবে ঢুকবেন রাহানে।

গানের ছন্দে-রঙের আনন্দে ওয়ার্ড ঘুরলেন বিশ্বরূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দোলের দিন একেবারে রঙিন কলকাতা পুরসভার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড। পুরপিতা বিশ্বরূপ দে'র উদ্যোগে রঙিন হয়ে উঠল এলাকা।তাঁর ওয়ার্ড পরিক্রমায় সকলকে রাঙিয়ে দিলেন পুরপিতা। রংবেরঙের সাজে সুসজ্জিত হয়ে বসন্তের আহ্বানে গানে গানে, আবিরে, রঙে মেতে উঠল বিশ্বরূপ দে'র ওয়ার্ড।

আইপিএলের আগে হরভজনের মুখে শুধুই ধোনির নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: একই সময়ে ভারতীয় দলে খেললেও তাঁদের সম্পর্ক কোনও সময়েই খুব মধুর ছিল না। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নিন্দা করতেই বেশির ভাগ সময় দেখা যেত তাঁকে। সেই হরভজন সিংহ আইপিএলের নতুন মরসুম শুরু হওয়ার আগে শুধুই ধোনির প্রশংসা করলেন। এমনকি ধোনিকে তাঁর দেখা সেরা অধিনায়কও বলেছেন ভাজ্জি।

এখন আর আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কত্ব করেন না ধোনি। ঘরোয়া ক্রিকেটার হিসেবে এ বার দলে রয়েছেন তিনি। অথচ এই ধোনির নেতৃত্বে চেন্নাইয়ে খেলেছেন হরভজন। সেই সময়ের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি। হরভজন বলেন, তকম্পিউটার কী পরামর্শ দিচ্ছে তা ধোনি দেখত না। ও প্যাড, দস্তানা পরে মাঠে নামতে নামতে বলত, ভাজ্জু, এ ভাবে বল করো।

বাকিদেরও সেই একই নির্দেশ দিত। ও জানত, কার পরে কাকে বল দিতে হবে। কাকে কী ভাবে বল করতে হবে। কোন সময় কোন তাস খেলতে হবে।দ

ধোনি তাঁর দেখা সেরা অধিনায়ক, এমনটাই মত হরভজনের। তার একটাই কারণ। দেশের পাশাপাশি আইপিএলে চেন্নাইয়ের মতো বড় দলকে যে ভাবে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাতে মুগ্ধ হরভজন। তিনি বলেন, ধোনিই সেরা অধিনায়ক। দেশের হয়েই হোক, বা আইপিএলে, ধোনির সাফল্য ওর হয়ে কথা বলে। এমন এক জন অধিনায়ক, যার কম্পিউটারের প্রয়োজন পড়ে না। ও কম্পিউটারকেও হারিয়ে দিতে পারে।

ধোনির অধিনায়কত্বে ২০০৭ সালের টি২০ বিশ্বকাপ ও ২০১১ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ জিতেছেন হরভজন। চারটি আইপিএল ট্রফিও রয়েছে তাঁর। ধোনির সঙ্গে খেললেও মাঝে মাঝে তাঁর নিন্দা শোনা গিয়েছে হরভজনের মুখে। সংবাদমাধ্যমে শিরোনামে এসেছেন তাঁরা। সেই হরভজনই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন। তাঁর মুখে শুধুই ধোনির নাম। ভাজ্জির এই কাণ্ডে হতবাক ধোনিভক্তরাও।

ক্রিকেট ছেড়ে এ বার সিনেমায় নেমে পড়লেন ওয়ার্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এত দিন বলিউড বা দক্ষিণী সিনেমার গান বা দৃশ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজমাধ্যমে ভিডিয়ো পোস্ট করতে দেখা যেত তাঁকে। সেই ডেভিড ওয়ার্নার এ বার সিনেমাতেই নেমে পড়লেন। একটি তেলুগু সিনেমায় অভিনয় করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার। নিজেই সমাজমাধ্যমে সেই ঘোষণা করেছেন।

তেলুগু সিনেমা 'রবিনহুড'-এ অভিনয় করেছেন ওয়ার্নার। আগামী ২৮ মার্চ মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। শনিবার সেই ছবির পোস্টার প্রকাশ্যে এসেছে। তা সমাজমাধ্যমে দিয়ে ওয়ার্নার লিখেছেন, তভারতীয় সিনেমা, আমি এসে গিয়েছি। রবিনহুডের সদস্য হতে পেরে গর্বিত। এই সিনেমার শুটিং খুব উপভোগ করেছি। বিশ্বব্যপী মুক্তি পাচ্ছে ২৮ মার্চ।দ

এই ছবির নায়ক নিতিন, নায়িকা শ্রীলিলা। ওয়ার্নারও সেখানে অভিনয় করছেন, এ কথা প্রকাশ্যে আসার পর সমর্থকদের উত্তেজনা বাড়তে শুরু করেছে। অতীতে 'পুষ্পা'-সহ একাধিক তেলুগু সিনেমার গান এবং দৃশ্য অনুকরণ করে সমাজমাধ্যমে ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন ওয়ার্নার। এ বার তাঁর অভিনয় দক্ষতাও দেখা যাবে।

নকআউটের সূচি ঘোষণা, জিততে মরিয়া মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলের লিগ-শিল্ড জয়ের সেলিব্রেশন সেরে নিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। এবার নকআউট পর্ব। গতবার হয়নি, এবার এই ট্রফিও ঘরে তুলতে মরিয়া সবুজ মেরুন ব্রিগেড। আইএসএলের সুপার সিক্সের নকআউট পর্ব শুরু হবে ২৯ ও ৩০ মার্চ। এর পর ২ ও ৩ এপ্রিল ও ৬ ও ৭ এপ্রিল দুই লেগের সেমিফাইনাল হবে। বহু প্রতীক্ষিত ফাইনাল ম্যাচ হবে ১২ এপ্রিল, শনিবার। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট-এর পাশাপাশি এফসি গোয়া, বেঙ্গালুরু এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, জামশেদপুর এফসি ও মুম্বই সিটি এফসি প্লে-অফে তাদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। প্লে-অফ ফরম্যাটে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ স্থান অধিকারী দল

দু'টি সিঙ্গল লেগ নকআউট ম্যাচে মুখোমুখি হবে, যেখানে বিজয়ীরা সরাসরি সেমিফাইনালে থাকা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে খেলবে। সেমিফাইনাল দুটি হোম ও অ্যাওয়ে ফরম্যাটে হবে। দুই লেগ মিলিয়ে বিজয়ীরা ১২ এপ্রিল লিগ টেবলে ওপরে থাকা দলের মাঠে ফাইনাল খেলবে। ২৯ মার্চ নকআউটে বেঙ্গালুরু এফসির মুখোমুখি হবে মুম্বই সিটি এফসি।৩০ মার্চ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি সামনে জামশেদপুর এফসি।২ এপ্রিল প্রথম লেগে সেমিফাইনালে গোয়ার মুখোমুখি হবে কোয়ালিফায়ার দল। ৩ এপ্রিল অন্য সেমিফাইনালের প্রথম লেগ। যেখানে খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে খেলতে হবে জয়ী প্রতিপক্ষকে।৬ এপ্রিল ও ৭ এপ্রিল পরের দুই সেমিফাইনাল। উল্লেখ্য, মোহনবাগান ছাড়া এই লড়াইয়ে বাংলার আর কোনও দল নেই।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

স্বর্ণমন্দিরে বোমা হামলা, পাক মদতের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন

অমৃতসর, ১৫ মার্চ: পঞ্জাবের অমৃতসরের কাছে একটি মন্দিরে হামলার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার বেশি রাতের দিকে মোটর সাইকেলে চেপে দুই অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী মন্দিরের সামনে পৌঁছন। অভিযোগ, মন্দির লক্ষ্য করে বোমা ছুড়ে পালিয়ে যান তাঁরা। ঘটনার তদন্তে পাকিস্তান-যোগের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছেন পুলিশকর্মীরা।

এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, রাত ১২টা ৩৫মিনিট নাগাদ হামলাটি হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বিস্ফোরণে কোনও হতাহতের ঘটনা না-ঘটলেও মন্দিরের দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়েছে। কী ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার গুরপ্রীত ভুল্লার জানিয়েছেন, কোনও বিস্ফোরক ব্যবহার হয়েছিল, তা যাচাই করে দেখতে হবে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের খবর দেওয়া হয়েছে। তবে সংবাদ সংস্থা এএনআই অনুসারে, পঞ্জাবের মন্ত্রী কুলদীপ সিং ধালিওয়াল দাবি করেছেন, গ্রেনেড ছোড়া হয়েছিল গত রাতের ওই ঘটনায়।

অমৃতসরের ওই ঘটনায় পাকিস্তানের কোনও মদত রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এএনআইকে পুলিশ কমিশনার

ভুল্লার বলেছেন, 'পাকিস্তানের আইএসআই আমাদের তরুণদের পঞ্জাবে গোলমাল পাকাতে টোপ দিচ্ছে।' সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে'র প্রতিবেদনে তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তান মাঝে মাঝেই এই ধরনের কাজকর্ম করে থাকে।' পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানও এই ঘটনার পরে বলেছেন, 'পাকিস্তান নিয়মিত ভাবে ড্রোন পাঠাচ্ছে, তাই এই ধরনের কাজ হয়েই চলেছে।' তবে শুক্রবার রাতের ওই হামলার নেপথ্যেও পাকিস্তানি যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট ভাবে জানাননি তদন্তকারীরা।

ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে তদন্ত চালাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। ওই ফুটেজে দুই তরুণকে দেখা গিয়েছে। তাঁরা একটি মোটর সাইকেলে চেপে মন্দিরের সামনে পৌঁছন। তাঁদের সঙ্গে একটি পতাকা ছিল। মন্দিরের সামনে কিছুক্ষণের জন্য থামেন ওই দুই তরুণ। তার পরে মন্দিরের দিকে একটি জিনিস ছুড়ে মারেন এবং পরক্ষণে বিস্ফোরণ হয়। এর পরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান দুই অভিযুক্ত।

পারিবারিক বিবাদ মেটাতে গিয়ে খুন এএসআই

পাটনা, ১৫ মার্চ: দোলের রাতে এক পারিবারিক বিবাদ মেটাতে গিয়ে খুন এএসআই! শনিবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। এদিকে সেই ঘটনায় চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পুলিশের গাড়ি। পুলিশের দাবি, সেই সুযোগে মূল অভিযুক্ত বন্দুক ছিনিয়ে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পালটা গুলি চালায় পুলিশ। অভিযুক্তের পায়ে গুলি লাগে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের মুঙ্গেরে।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে। মুঙ্গেরের মুফাসসিল থানায় এএসআই সন্তোষকুমার সিং শুক্রবার ১১২ হেল্পলাইনের দায়িত্বে ছিলেন। নন্দলালপুর গ্রাম থেকে তাঁর কাছে এক পারিবারিক বিবাদের খবর আসে। ঘটনাস্থলে যান সন্তোষ। সেখানে পৌঁছতেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। গুরুতর

আহত সন্তোষকে কাছের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে, তাঁকে পাটনার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর।

ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্রবার রাতেই চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের নিয়ে পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পুলিশের ভ্যান। সুযোগ নিয়ে পুলিশের হাত থেকে পালাতে চায় মূল অভিযুক্ত গুড্ডু যাদব। পুলিশের থেকে বন্দুক ছিনিয়ে গুলি চালাতে থাকে সে। আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালায় পুলিশ। গুড্ডুর পায়ে গুলি লাগে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এসপি ইমরান মাসুদ বলেন, 'চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর, পুলিশ পলাতক অভিযুক্তদের খোঁজে গ্রেপ্তারের জন্য যাচ্ছিল। সেই সময় পুলিশের গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনায় পুলিশ সদস্যরা আহত হন। তখন গুড্ডু যাদব গুলি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তার পায়ে গুলি চালিয়েছে। অভিযুক্ত হাসপাতালে ভর্তি।'

OFFICE OF THE CHANDIGARH ROHANDA GRAM PANCHAYAT

INVITING e-TENDER

NIT No.: 149/NIT/CRGP/2025 dt. 13.3.2025, Published Date: 13.3.2025 18:50 hours. Bid submission **13.3.2025 to 20.03.2025 by 18:50 hours.** Opening Techinal Bid on **24.03.2025 on 10:35 am.** Financial Bid on **24.03.2025 at 17:00 (on-words).** For details information vist with Website **https://wbtenders.gov.inicgep/app** & Tender Notice Board Chandigarh Rohanda Gram Panchait.

Sd/- **Pradhan**
Chandigarh Rohanda Gram Panchayat

e-Tender Notice

N.I.e-T. No.: 26/2024-25 / 15th F.C. (2nd Call) vide Memo No.: 120/Bh-I P.S., dated 12/03/2025, N.I.e-T. No.: 27/2024-25 / 15th F.C. (3RD CALL) vide Memo No.: 123/Bh-I P.S., dated 13/03/2025 and N.I.e-T. No. : 28/2024-25 / 15th F.C. (5th CALL) vide Memo No.: 124/Bh-I P.S., dated 13/03/2025 has been published. Details of N.I.e-T will be available at the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer, Bharatpur-I, Murshidabad

বালোচিস্তানের তুরবত অঞ্চলে সেনার কনভয়ে আইইডি হামলার অভিযোগ

ইসলামাবাদ, ১৫ মার্চ: জাফার এক্সপ্রেস অপহরণ ও বহু প্রাণহানির রেশ কাটতে না কাটতেই ফের হামলার শিকার পাকিস্তান। শনিবার সকালে বালোচিস্তানের তুরবত অঞ্চলে সেনার কনভয়ে আইইডি হামলার ঘটনা ঘটল। চিন-পাকিস্তান ইকোনোমিক করিডোরের (সিপিইসি) উপর দিয়ে যাওয়ার সময় এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় বহু সেনা জওয়ান আহত হয়েছেন বলে খবর। যদিও পাক সরকারের তরফে এই বিষয়ে এই বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি।

পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, বালচিস্তানে বালোচ লিবারেশন আর্মির তরফে জাফার এক্সপ্রেস অপহরণের পর ওই অঞ্চলে সেনা তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে। শনিবার চিন-পাকিস্তান ইকোনোমিক করিডোরের ধরে দক্ষিণ বালোচিস্তানের দিকে যাচ্ছিল সেনা কনভয়। ঠিক সেই সময় সেনার কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ চালানো হয়। এখনও পর্যন্ত কোনও সংগঠনই এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। যদিও অনুমান করা হচ্ছে, এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে বালোচ বিদ্রোহীরা।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বালোচিস্তানের বোলানে জাফার এক্সপ্রেস অপহরণ করেছিল বালোচ বিদ্রোহীরা। দীর্ঘ অভিযানের পর পাক সেনার তরফে দাবি করা হয় সব বিদ্রোহীদের হত্যা করে অপহৃতদের উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও পালটা বিদ্রোহীদের তরফে জানানো হয়, ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা

পার হওয়ার পর ২১৪ জন পণবন্দিকে হত্যা করা হয়েছে। এরা সকলেই পাক সেনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শুধু তাই নয়, বিদ্রোহীদের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় পাক সেনা যদি তাঁদের উপর হামলার চেষ্টা করে তাহলে তাঁদের পরবর্তী টার্গেট হবে ইসলামাবাদ। সেই হুঁশিয়ারির মাঝেই এই হামলা যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এখানেই শেষ নয়, গত শুক্রবারও খাইবার পাখতুনখোয়ার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের একটি মসজিদে আত্মঘাতী হামলার ঘটনা ঘটে। ওইদিন দুপুরে আজম ওয়ারশাক বাইপাস রোডের মৌলানা আবুল আজিজ মসজিদে প্রার্থনার সময় আইইডি বিস্ফোরণ ঘটে।

এই ঘটনায় আহত হন অনেকে। এখনও পর্যন্ত এই হামলার দায় কোনও সংগঠন নেয়নি। অনুমান করা হচ্ছে এই ঘটনার নেপথ্যেও বালোচ বিদ্রোহীরা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা
রবিবার ● ১৬ মার্চ ২০২৫ ● পেজ ৮

১৬৮তম প্রয়াণদিবস পেরিয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মরণ

‘বর্ণপরিচয়ে’র বন্যায় বানভাসি ‘শিশুশিক্ষা’

‘শিশুশিক্ষা’র আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপট রোমাঞ্চকর। কিন্তু ‘শিশুশিক্ষা’র আলোচনায় বারবার অনুপ্রবেশ করছে ‘বর্ণপরিচয়’ প্রসঙ্গ। কেননা মদনমোহন তর্কালঙ্কার নামটির সাথে আবশ্যিকভাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামটি জড়িয়ে পড়ছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। হবেই বা না কেন, দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধুর গড়ে ওঠার পালাটি সাঙ্গ হয় সংস্কৃত কলেজেই। বয়সের মাপকাঠিতে অবশ্য মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেয়ে তিন বছর তিন মাস তেইশ দিনের বড়ো। দুজনেই ১৮২৯ সালে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং সহপাঠীরূপে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানান্বেষণ করেন। পরবর্তীকালে উভয়ের যৌথ প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত ‘সংস্কৃত যন্ত্র প্রেস’ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যটি মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করে। একে অন্যের আহ্বানে যোগ দিচ্ছেন সংস্কৃত কলেজে কিংবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকতায়। ঈশ্বরচন্দ্র লড়াই করে বিধবা বিবাহের পক্ষে জয় ছিনিয়ে আনলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রথম বিধবাবিবাহে পাত্র-পাত্রীর জোগান দিলেন। উনিশ শতকীয় নবচেতনার উষালগ্নে দুই অভিন্নহৃদয় বাঙালি মনীষীর পারস্পরিক সম্পৃক্ততায় ঋদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ। যেন দুজনে স্লোগান সম্বলিত বস্ত্রখন্ডের দুইপ্রান্তের রজ্জু ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বাঙালিকে।

সঞ্জয়কুমার দাস

বাঙালি ও ‘বর্ণপরিচয়’ এক চিরন্তনী সম্পৃক্তি। কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের ‘বাংলাটা ঠিক আসে না!’ কবিতার বাস্তবতা স্মরণে রেখেও এ কথা বলা। একবিংশীয় বাঙালির বাল্যশিক্ষার সূচনাই ঘটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত ‘বর্ণপরিচয়’-এর সারথ্যে। সিংহভাগ ছাত্রছাত্রীদের ধারণাই জন্মে গেছে বাংলা বর্ণমালার স্রষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বর্ণপরিচয়’ রচনার বছর ছয়েক পূর্বে স্বনামে বাংলা ভাষার প্রথম বর্ণশিক্ষার প্রাইমার রচনাকারী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘শিশুশিক্ষা’ বাঙালির হাতের পাঁচ নয়, শিক্ষার আলপথে হেঁটে চলা আগন্তুকের নিকট তা দিগঙ্গনা স্বরূপ।

শিশু শিক্ষা তো বটেই নারী শিক্ষার ইতিবৃত্তেও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম আড়ালেই থেকে যায়। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ‘শিশুশিক্ষা’য় ছাত্র জীবনের সূচনা করেন, সে গ্রন্থটি নিয়ে মুখবন্ধে গ্রন্থকারের বিবৃতি “...বিশেষত বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশায় যে পুস্তক পরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি - এই কয়েকটি পত্র দ্বারা তাহার সূত্রপাত করিলাম।” অর্থাৎ নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে ‘শিশুশিক্ষা’র অবতারণা। অবশ্য মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালার বাল্যশিক্ষার তাগিদ ‘শিশুশিক্ষা’র রচনায় গ্রন্থকারকে রসদ জুগিয়েছে নিশ্চয়। তবে শুধুমাত্র পারিবারিক হিতার্থে নয়, বৃহত্তর সমাজ কল্যাণেই তাঁর এই মহত্তম পরিকল্পনা। ‘শিশুশিক্ষা’র প্রথম ভাগে গ্রন্থকার জানিয়েছেন “অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদেশীয় শিশুগণের যথা নিয়মে স্বদেশ ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না।” এভাবনাও তাঁকে বিচলিত করেছে।

‘শিশুশিক্ষা’র আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপট রোমাঞ্চকর। কিন্তু ‘শিশুশিক্ষা’র আলোচনায় বারবার অনুপ্রবেশ করছে ‘বর্ণপরিচয়’ প্রসঙ্গ। কেননা মদনমোহন তর্কালঙ্কার নামটির সাথে আবশ্যিকভাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামটি জড়িয়ে পড়ছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। হবেই বা না কেন, দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধুর গড়ে ওঠার পালাটি সাঙ্গ হয় সংস্কৃত কলেজেই। বয়সের মাপকাঠিতে অবশ্য মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেয়ে তিন বছর তিন মাস তেইশ দিনের বড়ো। দুজনেই ১৮২৯ সালে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং সহপাঠীরূপে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানান্বেষণ করেন। পরবর্তীকালে উভয়ের যৌথ প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত ‘সংস্কৃত যন্ত্র প্রেস’ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যটি মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করে। একে অন্যের আহ্বানে যোগ দিচ্ছেন সংস্কৃত কলেজে কিংবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকতায়। ঈশ্বরচন্দ্র লড়াই করে বিধবা বিবাহের পক্ষে জয় ছিনিয়ে আনলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রথম বিধবাবিবাহে পাত্র-পাত্রীর জোগান দিলেন। উনিশ শতকীয় নবচেতনার উষালগ্নে দুই অভিন্নহৃদয় বাঙালি মনীষীর পারস্পরিক সম্পৃক্ততায় ঋদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ। যেন দুজনে স্লোগান সম্বলিত বস্ত্রখন্ডের দুইপ্রান্তের রজ্জু ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বাঙালিকে।

সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষার তাগিদ তো ছিলই, তবে তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব অনুধাবন করেন বাঙালিকে শিক্ষিত করে তোলার ঔদার্যে। কেননা শিক্ষার আলো ধ্বংস করতে পারে অজ্ঞতার অবিনাশী অন্ধকারকেও। বহুবিবাহ, সতীদাহের আইনী কবলমুক্তির কণ্টকাকীর্ণ পথে বাঙালি নারী প্রাণে বেঁচেছেন ঠিকই, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের জাঁতাকলে কলুরবলদের ঘুরে মরতে হয়েছে সর্বদা। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের এই পুরুষতান্ত্রিক নির্দেশকে নিয়তিজ্ঞানেই হোক, কিংবা প্রাণে না মরে বেঁচে থাকার ক্ষীণ আশায় - নারীর প্রতিবাদ অলক্ষ্যণীয়। রাজা রামমোহন রায় নারীর জীবনে আলোকবর্তিকা হয়ে উঠলেন বটে, তবে কয়েকজন অবাঙালি সেদিন অবতীর্ণ হলেন বাঙালির শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে। জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বিটন, যিনি বাঙালির বেথুন সাহেব নামেই খ্যাত তিনি, উইলিয়াম কেরী এবং ডিরোজিও প্রমুখের অকৃপণ অবদানে বাঙালির জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। মূলত বেথুন সাহেবের উদ্যোগেই ১৮৪৯ সালে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। যে স্কুল পরবর্তীতে বেথুন কলেজিয়েট স্কুল নামে আখ্যায়িত। নারী শিক্ষার সূচনায় বেথুন সাহেব যে দুইজনের অকৃত্রিম সহযোগিতা পান, তাঁরা আবশ্যিকভাবেই মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

এই ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলেই নিজের দুই কন্যাসন্তান ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে ভর্তি করেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। যে যুগে নারী শিক্ষা গ্রহণ ছিল অপরাধসম, সেযুগে নিজের কন্যাদের শুধু স্কুলে ভর্তিই করেননি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষকতার কর্মটিও সম্পাদন করেছেন। শিক্ষকতার সূত্রেই উপলব্ধি করেছেন, বর্ণশিক্ষা বা প্রাইমার গ্রন্থের। যদিও অর্ধশতাব্দী পূর্বেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রতিষ্ঠিত। ১৭৮৯ সালের ২৩ এপ্রিল ক্যালকাটা গেজেট বাংলার অধিবাসীদের নিকট বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার একটি বিনীত অনুরোধ প্রকাশ করে। তবে বাংলা ভাষাশিক্ষায় তিন অবাঙালি পণ্ডিত হ্যালহেড, হেনরি গিটস ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরীর অসামান্য অবদান নতমস্তকে স্বীকার্য। এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেই মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয় শিক্ষকতা করেছেন। উভয়েই বাংলা ভাষার বর্ণশিক্ষা বিষয়ে একাগ্রমনা। সম্মিলিত আলাপ-আলোচনায় সমৃদ্ধ করেছেন নিজেদের, সমৃদ্ধ করেছেন আপামর বাঙালিকে।

শ্রীরামপুর মিশনারি কর্তৃক ‘লিপিধারা’ই বাংলা বর্ণশিক্ষার প্রথম প্রাইমার, যেটি ১৮১৬ সালে প্রকাশিত। ‘বাংলা প্রাইমার সংগ্রহে’র সৌজন্যে জ্ঞাতব্যের পরিসর রয়েছে ১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত বাংলা বর্ণশিক্ষার ‘লিপিধারা’ বইটিতে আকৃতি অনুসারে ধ্বনিগুলিকে সাজানো হয়েছিল। ১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ‘বর্ণমালা’ মুদ্রিতাকারে প্রথম প্রচেষ্টা জ্ঞানে সমাদৃত। যার রচয়িতা অবাঙালি স্টুয়ার্ট সাহেব। বাঙালি রচিত বাংলা বর্ণশিক্ষার প্রথম বই ঈশ্বরচন্দ্র বসুর ‘শব্দসার’(১৮৩৫)। অবশ্য ১৮৩৫ সালেই শ্রীরামপুর তমোহর প্রেস থেকে ১ আনা মূল্যের ‘বঙ্গ বর্ণমালা’ নামে একটি বাংলা প্রাইমার গ্রন্থ প্রকাশিত। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৪। তবে হিন্দু কলেজ পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হলে ‘শিশুসেবধি’ গ্রন্থের সিরিজ প্রকাশের ঘটনা ঐতিহ্যময়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই সে সিরিজ লেখকের অগ্রনায়ক। আবার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার আয়োজনে ‘বর্ণমালা’র আত্মপ্রকাশ ১৮৪০ সালে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পূর্ব পর্যন্ত বর্ণশিক্ষার ধারা ক্রমানুক্রমিক সরণিতে অগ্রসরমান। কিন্তু মদনমোহনের তর্কালঙ্কারের হাতে প্রথমবারের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য রূপ পায় বাংলা প্রাইমার। যে গ্রন্থ কিংবদন্তি স্বরূপ। ‘শিশুশিক্ষা’ প্রথম ভাগ (১৮৪৯) বাঙালির শিক্ষাবৈতরণী। শ্রীমদনমোহনশর্ম্মণঃ নামে লিখেছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। গ্রন্থের শেষ কবিতা ‘প্রভাত বর্ণন’। উক্ত কবিতার দুটি পঙক্তি সর্বত্র গুঞ্জরিত। ‘পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল। / কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।।’ আবার কবিতার সমাপ্তিসূচক পঙক্তিদ্বয়ে প্রকটিত চিরন্তনী বার্তা ‘উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ। / আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।।’ কিংবা প্রবাদের স্তরে উন্নীত চরণদ্বয় ‘লেখাপড়া করে যেই। / গাড়িঘোড়া চড়ে সেই’ বাঙালির একান্ত আপন।

অবশ্য ‘শিশুশিক্ষা’য় বাংলা বর্ণের সংখ্যা ছিল ৫০। ১৬টি স্বরবর্ণ এবং ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের পসরা সাজিয়ে হাজির হয় বাংলা বর্ণমালা। ‘বর্ণপরিচয়’ পাঠে যাদের বাল্যশিক্ষার সূচনা তাঁদের নিকট এ পরিসংখ্যান বিসদৃশ ঠেকতে পারে। দীর্ঘ ঋ-কার এবং দীর্ঘ ৯-কার স্বরধ্বনি দুটি এখন অব্যবহৃত (বর্তমান কীবোর্ডে তা টাইপ করে দেখাতে না পারার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী)। আবার অঙ্গ এবং অঃ স্বরবর্ণদ্বয়ও বর্তমানে ব্যঞ্জনবর্ণের ভৌগোলিকতায় স্থানান্তরিত। অঙ্গ আজকের ং এবং অঃ আজকের ঃ -এ পর্যবসিত। স্বভাবতই স্বরবর্ণের সংখ্যা এসে ঠেকেছে ১২তে। যদিও হালআমলে ৯ -এর অব্যবহারে স্বরবর্ণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১। আবার মদনমোহন তর্কালঙ্কার লিখিত ব্যঞ্জনের ক্রমটি হলো - ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ। কিন্তু বিদ্যাসাগরীয় ‘বর্ণপরিচয়ে’ ব্যঞ্জনের সংখ্যা ৪০টি। মদনমোহন তর্কালঙ্কার উল্লিখিত ৩৪টি ব্যঞ্জনের ৩৩টি বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রহণ করেছেন। ‘ক্ষ’কে ব্যঞ্জনবর্ণের সীমানাছাড়া করে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন ড় ঢ় য় ৎ ঁ -র। ং ঃ -এর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ৩৩টি (৩৪-১৩৩৩) ব্যঞ্জনের সাথে আরও ৭টি (ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ) যুক্ত করে বাংলা বর্ণমালায় বর্ণ সংখ্যা দাঁড়াল ৫২টি। ১৭০ বছর ধরে যে বর্ণমালায় বাল্যপাঠের দ্বারোদঘাটন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছাত্রাবস্থাতেই কবিত্বে আবিষ্টমন। তাঁর সেই কবিপ্রতিভা নবজাগরণের উন্মেষকালে বাঙালি পাঠককে মোহিত করেছে। ‘রসতরঙ্গিণী’(১৮৩৪), ‘বাসবদত্তা’(১৮৩৬) তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনাতেও সেই কবিত্বেরই স্ফুরণ। সে সরণিতেই ‘রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। / শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।।’-র অনুরণন বাঙালির শ্রবণেন্দ্রিয়ে পুলক জাগায়।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কৌলিক পদবি চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রাপ্ত উপাধি ‘তর্কালঙ্কারে’ই খ্যাত। যেমন করে কৌলিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদবির চেয়ে সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রাপ্ত উপাধি ‘বিদ্যাসাগরে’ই খ্যাত হন ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়। মৃত্যুর প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল দৃষ্টান্ত রহিত। একথা ঠিক, বিদ্যাসাগর যেভাবে আজও জনমানসে সমাদৃত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে স্তরে নন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের অকাল প্রয়াণ (৯ মার্চ ১৮৫৮) যদি একটি কারণ হয়, তবে অন্য কারণটি নিশ্চয় ‘বর্ণপরিচয়’ প্লাবন। যে প্লাবনে ভেসে গেছে ‘শিশুশিক্ষা’র বৈতরণী।

গ্রন্থঋণ:
- বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ, আশিস খাস্তগীর (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০০
- Pratidhwani the Echo– Volume XI– Issue II– January 2023
- উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য

ক বি তা

বাসভূমি

অষ্টপদ মালিক

ভালোবাসার বাসভূমি ছেড়ে যেতে হয় সবাইকে
নিয়মের বাঁধনে বাঁধা অজানা কোনো দেশে।
যতক্ষণ আছি এই বাসভূমি বুকের ভিতর রেখে
শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে যেতে চাই একটু ভালোবেসে।

প্রতিনিয়ত ঝড় বইছে, এলোমেলো সবকিছু
আকাশের অশ্রু-বৃষ্টি তোমার চোখে
রক্তের আলপনা শ্বাপদের সারা মুখে
বেলাভূমি মুহ্যমান মনের মানুষের শোকে।

এতো দুঃখময় আমার এই বাসভূমি
কবে স্বাভাবিক হবে কে বলতে পারে!
দিনলিপির পাতায় অশ্রু-রক্ত মিশে যায়
বাসভূমি ডুবতে বসেছে সাগরে নিঃসারে।

চ্যুতি

শঙ্খ অধিকারী

দুই নদীর পাড় ভাঙা জলে
ডুবিয়েছি পা—
হড়পা বানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
না জেনেই।
দুহাত মেলে ধরতে চাওয়া এই আকাশ
ক্রমাগত ফসকে যাচ্ছে নাগালে নাগালে
তবুও খুচরো দুএকটা কুড়িয়ে নেওয়া যাচ্ছে
শোক-জপমালা।
দিবারাত একহাজার আটবার
জপে চলেছে হাত।
যত স্পষ্ট হচ্ছে তোমার ওষ্ঠ- অধর
তত ঝাপসা হচ্ছে সিদ্ধিলাভ।